ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-272 ■ 2 July, 2026 ■ আগরতলা ২ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জিবি'র চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের

সিদ্ধান্ত সংগতিহীন পুনর্বিবেচনার দাবি মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিহীন। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই সরকারকে অবিলম্বে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকরা গত সোমবার থেকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপর থেকেই জিবি হাসপাতাল ও আইজিএম হাসপাতালসহ বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসার জন্য আসা মানুষকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বহির্বিভাগে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি বলেন, সরকার এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাস্তব পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সক্ষমতা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পরিষেবার মান উন্নত করতেই এই সিদ্ধান্ত প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং মেডিক্যাল শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যেই ওই দুই প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও ফ্যাকাল্টিদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান প্রদেশ বিজেপির মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সব চিকিৎসকের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করেনি। শুধুমাত্র এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও ফ্যাকাল্টিদের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। অথচ বিষয়টি নিয়ে কিছু মহল মানুষকে বিভ্রান্ত করে অযথা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সুব্রত চক্রবর্তী জানান, রাজ্যে একটি শক্তিশালী মেডিক্যাল হাব গড়ে তুলতে সরকার পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে উদয়পুরে ৬০টি আসন নিয়ে একটি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গত ২২ জুন রাজ্য সরকার এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবার মানোন্নয়নে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

একই গাছে যুবক ও বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ জুলাই ।। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত কুঞ্জবন এলাকায় একই গাছের ডালে পাশাপাশি ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবক ও এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতরা হলেন হরিদাস পাল (২৬), পিতা বুলু পাল এবং পাপিয়া শীল পাল (৩০), স্বামী জীবন পাল। বুধবার সকালে এলাকার একটি নির্জন রাবার বাগানে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি ব্যক্তিগত সম্পর্কজনিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত হতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার পেছনের পরিস্থিতি জানতে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই বিষয়টি সম্পর্কে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতনে কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে কার্যালয়ে মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতন, খুন এবং সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বুধবার মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে বিক্ষোভে সামিল হন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী ও কর্মীরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ তাদের বাধা দিলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তির হয়ে।

মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও মহিলা কমিশন কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সাম্প্রতিক শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজের এক মহিলা কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকেও আত্মহত্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কমিশন বিষয়টি নিয়ে কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি বলে দাবি তাদের।

বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনায় মহিলা কমিশনের নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আনন্দনগরে এক ছাত্রীর ওপর নির্যাতনের অভিযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন নারী নির্যাতনের ঘটনায় কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সন্তান ও স্বামীকে রেখে কন্যাকে নিয়ে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি ঘটনা সামনে এসেছে কচুছড়া থানার অন্তর্গত চানকাপ গ্রামে। স্বামী ও ১০ বছরের পুত্রকে বাড়িতে রেখে সাড়ে তিন বছরের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন এক গৃহবধূ। ঘটনার পর থেকে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি। পরে কচুছড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে।

জানা গেছে, চানকাপ গ্রামের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

চার মাস ধরে সামাজিক ভাতা না পেয়ে ক্ষুব্ধ জনতা ব্লকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। দীর্ঘ চার মাস ধরে সামাজিক ভাতার অর্থ না পাওয়ার অভিযোগে বুধবার হেজামারা আরডি ব্লক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন শতাধিক জনজাতি ভাতা প্রাপক। তিন দফা দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভকারীরা ব্লকের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানান এবং পরে বিডিওর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত সামাজিক ভাতার অর্থ প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এতে বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন শ্রেণির উপভোক্তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। তাদের দাবি, অবিলম্বে চার মাসের বকেয়া ভাতা একসঙ্গে পরিশোধ করতে হবে।

ডেপুটেশনে তারা তিনটি প্রধান দাবি তুলে ধরেন। প্রথমত, মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বকেয়া সামাজিক ভাতা দ্রুত প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ করে মাসের প্রথম দিনেই ভাতার অর্থ উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে হবে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক ভাতা প্রাপকের জন্য স্মার্ট কার্ড চালু করতে হবে, যাতে তারা যেকোনো স্থান থেকে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দেশে কার্যকর ভিবি-জি রাম জি আইন

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (আইএএনএস) ।। গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করা, উচ্চতর মজুরি নিশ্চিত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিকশিত ভারত — গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন-গ্রামীণ (ভিবি-জি রাম জি) আইন, ২০২৫ বুধবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।

নতুন আইনের আওতায় যোগ্য গ্রামীণ পরিবারগুলি এখন আইনগতভাবে বছরে ১২৫ দিনের নিশ্চিত মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের অধিকার পাবে। সরকারের মতে, এই আইন গ্রামীণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও ফলাফলমুখী করে তুলবে। পাশাপাশি টেকসই গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জীবিকা উন্নয়ন এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে আরও জোরদার করবে।

কেন্দ্র সরকার ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫-এর অধীনে সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং নির্ধারিত মজুরি অঞ্চলের জন্য সংশোধিত দৈনিক মজুরি হারও ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশের কোথাও দৈনিক নির্ধারিত মজুরি ৩০০ টাকার কম হবে না।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় গড় দৈনিক মজুরি ২৯৮.৮ টাকা থেকে বেড়ে ৩২৭.৪ টাকায় পৌঁছেছে, যা গড়ে ১০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি নির্দেশ করে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশে দৈনিক মজুরি ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইনটি প্রথম দিন থেকেই নির্বিঘ্নভাবে কার্যকর করতে কেন্দ্র সরকার ইতোমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য ৯৫,৬৯২.৩১ কোটি টাকার অন্তর্বর্তী বরাদ্দ অনুমোদন করেছে। এই অর্থ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সময়মতো মজুরি প্রদান এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা হবে।

কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভিবি-জি রাম জি আইন শুধু একটি নতুন আইন নয়, বরং এটি কোটি কোটি গ্রামীণ শ্রমিকের মর্যাদা, আত্মসম্মান ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক যুগান্তকারী উদ্যোগ।

তিনি জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আইনটি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

চৌহান আরও বলেন, এই উদ্যোগ গ্রামে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, টেকসই সম্পদ গঠনে গতি আনবে, নারী ক্ষমতায়নকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গড়করির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে এক বিস্তারিত পর্যালোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বৈঠকে রাজ্যের চলমান জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, বিদ্যমান সড়কগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাজ্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ত্রিপুরায় জাতীয় সড়কের পরিসর ২০১৪ সালে ১৯৮ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬ সালে ৯২৩ কিলোমিটারে উন্নীত হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নীতিন গড়করিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বৈঠকে সময়বদ্ধভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চুড়াইবাড়ি থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত এনএইচ-০৮-এর ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ চার-লেন প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। রেলপথের সমান্তরালে নির্মিতব্য এই গ্রিনফিল্ড চার-লেন সড়কে আঠারোমুড়া ও লংথরাই অঞ্চলে টানেল নির্মাণ করা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে কলসি নিয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। পানীয় জলের তীব্র সংকটের প্রতিবাদে কলসি হাতে সড়ক অবরোধে সামিল হলেন দক্ষিণ মহেশপুর এলাকার মহিলারা। বুধবার সকালে কাঁঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণ মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে পানীয় জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর থেকে এলাকার একাংশে জল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে সমস্যার সমাধানের আবেদন জানিয়েও কোনো সুরাহা না হওয়ায় বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ মহিলারা কলসি হাতে দক্ষিণ মহেশপুর বাইপাস সড়কে অবস্থান নিয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সংবাদমাধ্যম নিয়ে বিজেপি আইটি সেলের ইনচার্জের মন্তব্যের প্রতিবাদ ও নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। রাজ্যের সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে বিজেপির আইটি সেলের ইনচার্জ চন্দন দেবনাথের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই মন্তব্যকে সংবাদজগতের প্রতি অবমাননাকর, অগণতান্ত্রিক এবং নিম্নমানের বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের বক্তব্য, ত্রিপুরার সংবাদজগতের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা তাঁদের পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা এবং নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের জন্য দেশজুড়ে একাধিকবার প্রশংসিত হয়েছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত, আপত্তিকর এবং সংবাদপত্র ও সাংবাদিক সমাজকে হেয় করার অপচেষ্টা। এ ধরনের বক্তব্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলেও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বিধানসভার ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস

রাজ্যের উন্নয়নে সরকারও বিরোধী উভয়ের অংশগ্রহণ জরুরি ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। আইনসভাকে গণতন্ত্রের মন্দির বলা হয়। বিধানসভার সদস্যদের আদর্শ, নিষ্ঠা ও সেবার মনোভাব আইনসভাকে প্রকৃত অর্থে পবিত্র করে তোলে। জনপ্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নয় বরং যারা তাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন তাদের সেবা করার জন্যই বিধানসভায় এসেছেন। আজ সকালে ত্রিপুরা বিধানসভার ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। বিধানসভার লবিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার সমাজের প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক, সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ ভবিষ্যতেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবেন। ত্রিপুরার ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনকল্যাণে সবার অংশগ্রহণ দরকার ঃ পরিষদীয় মন্ত্রী

জাগরণ আগরতলা ২ জুলাই, ২০২৬ ইং
১৭ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাইবার জালিয়াতির আশঙ্কা

ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক মেটা-র মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপকে তাহাদের প্রস্তাবিত 'ইউজারনেম' ফিচারটি ভারতে রোল-আউট বা চালু করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং আগামী ৩ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তলব করিয়া নোটিশ পাঠাইয়াছে। সাইবার জালিয়াতি, ডিজিটাল অ্যারেস্ট এবং ফেক প্রোফাইল বা পরিচয় চুরির আশঙ্কা থেকেই কেন্দ্র এই কড়া পদক্ষেপ নিয়াছে।কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, ফোন নম্বর ছাড়া কেবল মাত্র ইউজারনেম দিয়া চ্যাট করিবার সুবিধা চালু হইলে সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করা কঠিন হইয়া পড়িবে। ফোন নম্বর আড়াল থাকায় জালিয়াতি, ফিশিং এবং আজকালকার বহুল আলোচিত 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' স্ক্যামের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া যাইতে পারে।প্রতারকেরা সরকারি আধিকারিক, নামী ব্যাংক, কোনো সংস্থা বা সেলিব্রিটিদের নামের সাথে হুবহু মিল রাখিয়া ভুয়া ইউজারনেম তৈরি করিয়া সাধারণ মানুষকে ঠকাইতে পারে। অপরাধের উৎস বা অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পুলিশের কালঘাম ছুটিয়া যাইতে পারে।মেটা-র পরিকল্পনা অনুযায়ী, এটি ছিল হোয়াটসঅ্যাপের অন্যতম বড় একটি প্রাইভেসি আপডেট।এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাহাদের ফোন নম্বর গোপন রাখিয়া ইনস্টাগ্রাম বা এক্স (টুইটার)-এর মতো একটি ইউনিক ইউজারনেম তৈরি করিতে পারিতেন।অপরিচিত কাহারও সাথে চ্যাট করিবার সময় নিজের ফোন নম্বর শেয়ার করিবার আর প্রয়োজন হইতো না।সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, যতক্ষণ না পর্যন্ত ভারত সরকারের সাথে মেটা কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা সম্পন্ন হইতেছে, ততক্ষণ ভারতে এই ফিচারটি পুরোপুরি স্থগিত থাকিবে।

ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা নাকি দেশের সাইবার নিরাপত্তাকোনটি বেশি জরুরি? এই দ্বন্দ্বের জেরেই এইবার ভারতে হোয়াটসঅ্যাপের বহু প্রতীক্ষিত এবং চর্চিত 'ইউজারনেম' ফিচার চালুর ওপর আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করিল কেন্দ্রীয় সরকার। মেটাকে নোটিশ পাঠাইয়া আগামী তিন দিনের মধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা তলব করা হইয়াছে। সরকারি পর্যালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ফিচার ভারতে কোনোভাবেই রোলআউট করা যাইবে না বলিয়া স্পষ্ট জানাইয়ায়ে দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপ তাহাদের প্ল্যাটফর্মে একটি যুগান্তকারী প্রাইভেসি আপডেটের কথা ঘোষণা করিয়াছিল। এই ইউজার নেম বেস্ট মেসেজিং ফিচারের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী নিজের ফোন নম্বর গোপন রাখিয়াই অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ ৩৫ অক্ষরের একটি ইউনিক ইউজারনেম তৈরি করিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চ্যাট করিবার সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আশঙ্কা, গোপনীয়তা রক্ষার এই ঢালকে হাতিয়ার করিতে পারে সাইবার অপরাধীরা। ফোন নম্বর দেখা না গেলে ফেক বা ভুয়া অ্যাকাউন্ট চেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন জালিয়াতি এক মহামারির আকার নিয়াছে। ফেক ইনভেস্টমেন্ট স্কিম থেকে শুরু করিয়া ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রাউডস বা ফিশিংপ্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্ক্যামারদের প্রথম পছন্দ হোয়াটসঅ্যাপ। তদন্তকারীদের মতে, ইউজারনেম ফিচার চালু হইলে অপরাধীদের চিহ্নিত করা এবং ট্র্যাক করা ল এন্ডফোর্সমেন্ট এজেন্সিস বা পুলিশ প্রশাসনের জন্য আরও কঠিন হইয়া পড়িবে।সংস্থাটির তরফ থেকে জানানো হইয়াছিল, এই ফিচারটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। পাশাপাশি মেটা প্ল্যাটফর্ম (যেমন ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া একই অ্যাকাউন্ট আইডেন্টিটি বজায় রাখিবার সুবিধাও দেওয়া হইবে। মেটার দাবি, তাহাদের প্ল্যাটফর্মে ব্লক বা রিপোর্ট করিবার মতো সেফটি টুলস আগের মতোই সক্রিয় থাকিবে। তবে ভারতের মতো জটিল ইকোসিস্টেমে, যেখানে অনলাইন ফিনান্সিয়াল প্রাউড প্রতিদিনের মাথাব্যথা, সেখানে মেটার এই প্রাইভেসি কমিটমেন্ট এবং সুরক্ষা বলয় যথেষ্ট কি না, তা খতিয়ে দেখিতেছে সরকার। সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মেটার এই মেগা আপডেটকে ভারতের ডিজিটাল আঙিনায় প্রবেশের জন্য আপাতত অপেক্ষাতেই থাকিতে হইতেছে। এখন দেখার, আগামী তিন দিনে মেটা সরকারের এই উদ্বেগের কী জবাব দেয়।

নন্দননগরের নাবালিকা নির্যাতনকাণ্ডে পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন, দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি নারী সমিতির

আগরতলা, ১ জুলাই: নন্দননগরের এক নাবালিকাকে তিন দিন ধরে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষ থেকে আগরতলার পূর্ব মহিলা থানায় একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা ক্রমশ প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে বহু নারী নির্যাতনের শিকার হলেও অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে থানায় অভিযোগ দায়ের করতেও সাহস পাচ্ছেন না। স্বপ্না দত্ত বলেন, রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। নন্দননগরের নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবিও জানান সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃত্ব। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনকে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

কুমারঘাট ব্লকের অধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নানা সহায়তা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১ জুলাই: বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সুবিধার পাশাপাশি খেলাধূলায় উৎসাহিত করতে ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য কুমারঘাট ব্লক এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সরকার থেকে সহায়তার হাত সম্প্রসারন করা হয়। সম্প্রতি কুমারঘাট ব্লক ও পুর এলাকার ৩টি মাধ্যমিক ও ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য ৪২টি করে বেঞ্চ প্রদান করা হয়। প্রতিটি বেঞ্চের মূল্য ৩ হাজার চারশ বিরানব্বই টাকা করে। এরজন্য মোট ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭শত সাতচল্লিশ টাকা। এছাড়া কুমারঘাট পুর ও ব্লক এলাকার ২৭টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণ সামগ্রী, ক্রীড়া সামগ্রী ও আগুন নেভানোর শিলিন্ডার প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২৬টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়, ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১২ টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী, ক্রীড়া সামগ্রী, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষণ কিট, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বক্স, এল ই পি বক্স, নেপকিন ও আগুন নেভানোর সিলিন্ডার প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, ব্লক ও পুর এলাকার সবকটি নিম্ন বুনিয়াদি, উচ্চ বুনিয়াদি, মাধ্যমিক, দ্বাদশ শ্রেণী ও মাদ্রাসা বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ৮৮ টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ড্রেস প্রদান করা হয়।

সবর দেব থেকে শ্রীজগন্নাথ - তিনি ভারতীয় সমন্বয় সংস্কৃতির এক জীবন্ত প্রতীক

বিশ্বজিৎ বৈদ্য, গবেষক
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীজগন্নাথ এমন এক ব্যতিক্রমী দেবতা, যাঁর পরিচয় কেবল পুরীর মন্দির বা রথযাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একদিকে যেমন ভক্তির প্রতীক, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদ, সাংস্কৃতিক সমন্বয় এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনেরও এক জীবন্ত দলিল। 'সবর দেব থেকে জগতের না'এই ধারণাটি মূলত ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যবহৃত একটি ব্যাখ্যা। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে শ্রীজগন্নাথের উপাসনা সম্ভবত ওড়িশার আদিবাসী শবর (সবর) সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে আজ বিশ্বজনীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন মত রয়েছে, তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শ্রীজগন্নাথ ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম বৃহত্তম সমন্বয়ধর্মী প্রতীক।

জগন্নাথের উৎপত্তি নিয়ে ইতিহাসে একাধিক তত্ত্ব রয়েছে। পুরাণ ও লোককথায় বলা হয়, শবর প্রধান বিশ্বাবসু নীলমাধব নামে এক দেবতার পূজা করতেন। পরবর্তীকালে মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই দেবতার সন্ধান পান। দেবাদেশ অনুসারে সমুদ্রতীরে ভেসে আসা পবিত্র দারু বা কাঠ থেকে বিশ্বকর্মা জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তি নির্মাণ করেন। এই কাহিনি ধর্মীয় আখ্যান হিসেবে সুপরিচিত হলেও ইতিহাসবিদরা এটিকে প্রতীকী অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, এই গল্প আদিবাসী উপাসনা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক সংমিশ্রণের প্রতীক।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, ওড়িশার শবর সম্প্রদায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের প্রতীক বা বৃক্ষদেবতার উপাসনা করত। শ্রীজগন্নাথের কাঠের মূর্তি এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নবকলেবরের মাধ্যমে নতুন কাঠের মূর্তি নির্মাণের প্রথা সেই আদিম উপাসনার স্মৃতি বহন করতে পারে। যদিও এই মত সর্বসম্মত নয়, তবু এটি গবেষণাজগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পুরীর মন্দিরে আজও নবকলেবর উৎসবে দইতাপতি সেবকরাযাঁদের শবর বংশোদ্ভূত বলে মনে করা হয়প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এই ধারাবাহিকতা ইতিহাসের সঙ্গে লোকঐতিহ্যের সংযোগকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

শ্রীজগন্নাথের মূর্তির আকৃতিও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ হিন্দু দেবমূর্তির মতো নয়, তাঁর বড় গোলাকার চোখ, অসম্পূর্ণ হাত-পা এবং কাঠের দেহ তাঁকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে তুলেছে। অনেক গবেষকের মতে, এই রূপ আদিবাসী শিল্পরীতির প্রতিফলন। আবার বৈষ্ণব আচার্যদের মতে, এই অসম্পূর্ণ রূপ ঈশ্বরের অসীমতা ও নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক। অর্থাৎ একই মূর্তিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। এখানেই জগন্নাথ সংস্কৃতির বিশেষত্ব। শ্রীজগন্নাথকে ঘিরে কেবল আদিবাসী বা বৈষ্ণব ঐতিহ্যই নয়, বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গেও কিছু গবেষক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। অনেকের মতে, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার ত্রিমূর্তি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক হতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কলিঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার পর তার বহু উপাদান জগন্নাথ সংস্কৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়। যদিও এই মত নিয়েও বিতর্ক রয়েছে, তথাপি এটি প্রমাণ করে যে জগন্নাথ সংস্কৃতি একক কোনো ধর্মীয় উৎস থেকে গড়ে ওঠেনি; বরং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরের সমন্বয়ে বিকশিত হয়েছে।

একইভাবে শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও জগন্নাথ উপাসনায় স্পষ্ট। বৈষ্ণবরা তাঁকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর রূপ হিসেবে মানেন। শাক্তরা সুভদ্রাকে আদ্যাশক্তির প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করেন। শৈবদের মতে, জগন্নাথ উপাসনায় শৈব ঐতিহ্যেরও উপস্থিতি রয়েছে। এই বহুমাত্রিক গ্রহণযোগ্যতাই তাঁকে ভারতের অন্যতম সর্বজনগ্রাহ্য দেবতায় পরিণত করেছে।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন জগন্নাথ উপাসনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি পুরীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং জগন্নাথকে প্রেম, ভক্তি ও সর্বজনীন মানবতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রভাবে বাংলা, ওড়িশা, আসাম, মণিপুরসহ পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জগন্নাথভক্তি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই উপাসনা ছড়িয়ে পড়ে। রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথ দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক প্রতীক। বছরের এই একদিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আসেন। এখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা বা সামাজিক অবস্থানের কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই রথের দড়ি টানতে পারে। এই উৎসব কেবল ধর্মীয় আচার নয়; এটি ভারতীয় গণসংস্কৃতির এক অনন্য উদাহরণ, যেখানে ঈশ্বর ও মানুষের দূরত্ব প্রতীকীভাবে দূর হয়ে যায়।

মহাপ্রসাদের ঐতিহ্যও একইভাবে সামাজিক সমতার বার্তা বহন করে। আনন্দবাজারে একই প্রসাদ সকলের জন্য সমানভাবে বিতরণ করা হয়। বহু শতাব্দী আগে যখন জাতিভেদ সমাজজীবনের প্রধান নিয়ামক ছিল, তখন এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল। আজও এটি সামাজিক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। জগন্নাথ সংস্কৃতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। পুরীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন, হস্তশিল্প, পটচিত্র, বস্ত্রশিল্প, কাঠখোদাই শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার বিশাল অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক ও ভক্ত পুরীতে আসেন। ফলে জগন্নাথ কেবল ধর্মীয় অনুভূতির কেন্দ্র নন; তিনি আঞ্চলিক অর্থনীতিরও অন্যতম চালিকাশক্তি। তবে ইতিহাসচর্চায় একটি বিষয় সবসময় মনে রাখা জরুরি 'সবর দেব থেকে জগতের নাথ' একটি গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা, কোনো চূড়ান্ত ঐতিহাসিক সত্য নয়। শ্রীজগন্নাথের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক নানা মত রয়েছে। তাই এই বিষয়টি আলোচনা করার সময় বিভিন্ন মতের প্রতি সম্মান দেখানো প্রয়োজন। ইতিহাসের শক্তি একমাত্রিক সিদ্ধান্তে নয়; বরং বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত।

আজকের পৃথিবীতে যখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, পরিচয়-রাজনীতি ও সামাজিক বিভাজন নানা সংকট সৃষ্টি করছে, তখন জগন্নাথ দর্শন নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। তিনি শেখান যে একটি সভ্যতা তখনই সমৃদ্ধ হয়, যখন সে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, জনগোষ্ঠী ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে শেখে। জগন্নাথের মধ্যে যেমন আদিবাসী ঐতিহ্যের স্মৃতি আছে, তেমনি রয়েছে বৈদিক দর্শন, পুরাণ, ভক্তি, লোকসংস্কৃতি এবং মানবতাবাদের সমন্বয়।

ভারতের সংবিধান যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র আদর্শ ধারণ করে, জগন্নাথ সংস্কৃতি তার এক ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ভিত্তি বলেই মনে হয়। কারণ এখানে কোনো একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া আধিপত্য নয়; বরং বিভিন্ন ধারার সম্মিলনই প্রধান শক্তি। এই সমন্বয়ই তাঁকে আঞ্চলিক দেবতা থেকে বিশ্বজনীন দেবতায় উন্নীত করেছে। অতএব, 'সবর দেব থেকে জগতের নাথ' এই বাক্যটি কেবল একটি ধর্মীয় উক্তি নয়; এটি ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের একটি গভীর প্রতীক। শ্রীজগন্নাথের যাত্রা আমাদের শেখায় যে কোনো মহান ঐতিহ্য কখনো একদিনে তৈরি হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিশ্বাস, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণেই তা গড়ে ওঠে। তাই শ্রীজগন্নাথ কেবল ওড়িশার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নন; তিনি ভারতীয় সমন্বয় সংস্কৃতির এক জীবন্ত প্রতীক, যিনি মানবতাকে বিভেদের নয়, মিলনের শিক্ষা দেন। তাঁর রথের চাকা যেমন অবিরাম এগিয়ে চলে, তেমনি তাঁর দর্শনও যুগে যুগে মানুষকে সাম্য, সম্প্রীতি ও সর্বজনীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়। এই কারণেই শ্রীজগন্নাথ সত্যিকার অর্থে 'জগতের নাথ'।

রাইন, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১১৩০
মোবাইল- ৭৮৭২১৭৭৭৭১

সামাজিক প্রকল্প কি কেবলই খয়রাতি; নাকি সুশাসনের চাবিকাঠি?

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

নির্বাচন আসে; নির্বাচন যায়। ব্যালট বাক্সের লড়াইয়ে কোন দল জিতল আর কে হারল; তার চেয়েও বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনা হয়ে দাঁড়ায় কে কত বড় বা কত বেশি সামাজিক প্রকল্পের ডালি সাজিয়ে বসতে পারল। 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার' থেকে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' 'বিনামূল্যে রেশন' থেকে "বার্ধক্য ভাতা" আয়ুষ্মান ভারত' কিংবা 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক যোজনা' থেকে 'কন্যাশ্রী'-- আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি এখন এই সামাজিক কল্যাণকামী প্রকল্প গুলোই। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্নচিহ্ন তোলা জরুরী: এই সামাজিক প্রকল্প গুলো কি সত্যিই সাধারণ জনগণের দীর্ঘমেয়াদী আস্থা অর্জনে সফল হচ্ছে? নাকি এগুলো কেবল সাময়িক ভোট বৈতরণী পার হওয়ার সুচতুর কৌশল এবং সরকারের স্থায়িত্বের একমাত্র নির্ভরশীল রক্ষাকবচ? সরাসরি বলতে গেলে; সামাজিক প্রকল্প এবং জনমানসের আস্থার সম্পর্কটি দ্বিমুখী; জটিল এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল।

প্রথমত; আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে এক বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং প্রাত্যহিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি; সেখানে এই প্রকল্প গুলো কেবল 'রাজনীতি' নয়; জীবন ধারণের অন্যতম দৈনিক অবলম্বন। একটি দরিদ্র পরিবারের নারী যখন প্রতি মাসে নিশ্চিত ভাবে কিছু অর্থ সরাসরি নিজের ব্যাংক একাউন্টে হাতে পান; কোনো পরিবার যখন মাথার উপর একটা পাকা ছাদ পায়; কিংবা হঠাৎ নেমে আসা গুরুতর অসুস্থতায় 'আয়ুষ্মান ভারত' বা 'স্বাস্থ্য সাথী'-এর কার্ডটি পাশে ভরসা জোগায়— তখন রাষ্ট্রের প্রতি তাদের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগগত নির্ভরতা তৈরি হয়। রাষ্ট্রকে তখন আর কোনো দূরবর্তী; জটিল বা বিমূর্ত প্রশাসনিক কাঠামো মনে হয় না; মনে হয় এক পরম আশ্রয়দাতা এবং অভিভাবক। এই দৃশ্যমান সাহায্য ই সরকারের প্রতি এক নিবিড় আস্থার জন্ম দেয়। সাম্প্রতিককালের একাধিক জাতীয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে; প্রথাগত জাত-পাত; ধর্ম বা ভাবাদর্শের রাজনীতির চেয়েও লাভার্থী (Beneficiary) বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর নীরব সমর্থন যেকোনো সরকারের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে। রাজনীতি বিজ্ঞানীদের পরিভাষায়; এটি হলো 'লাভার্থী অর্থনীতি' (Beneficial Economy) যা প্রথাগত ইনস্টিটিউশন- বিরোধী তীব্র হওয়াকেও অনায়াসে রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

তবে মুদ্রার উল্টো পিঠটা ও সমান গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। সামাজিক প্রকল্প মানেই কি সরকারের নিষ্কণ্টক স্থায়িত্ব? ইতিহাস এবং সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি বলছে; তা একেবারেই নয়। যদি শুধুমাত্র ভাতার রাজনীতিই স্থায়িত্বের চাবিকাঠি হতো; তবে কোনো কল্যাণকামী সরকারকেই কখনো গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হতে হতো না। জনগণের আস্থা অর্জনের মূল চালিকাশক্তি হলো প্রকল্পের 'স্বচ্ছতা' (Transparency) এবং 'ন্যায্যতা।' একটি কল্যাণমুখী প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও যদি তা পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ; দলবাজি; আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা কাঠ মানির মতো দুর্নীতির (Corruption) অভিযোগ ওঠে; তবে তা আস্থার পরিবর্তে জনমানসে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। সাধারণ মানুষ যখন দেখেন যে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি বা চরম দরিদ্র পরিবারটি বঞ্চিত হচ্ছে; অথচ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বা শাসকদলের ঘনিষ্ঠরা অনায়াসে সুবিধা পাচ্ছেন; তখন সেই প্রকল্প ই উল্টে সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ; কেবল প্রকল্পের মোড়ক উন্মোচন বা আকাশচুম্বী ঘোষণা করলেই মানুষের আস্থা মেলে না; প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার (যেমন 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' বা (DBT); মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূরীকরণ এবং তার সফল ও সৎ রূপায়ণ ই আস্থার আসল ভিত্তি।

এখানেই উঠে আসে এক গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট; যা নিয়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। কল্যাণকামী প্রকল্প আর 'খয়রাতি' বা 'পপুলিজম'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ রেখা রয়েছে। সাময়িক আর্থিক অনুদান বা বিনামূল্যে খাদ্যশস্য হয়তো প্রান্তিক মানুষকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেয় এবং দারিদ্র্যের চরম রুপকে সামাল দেয়; কিন্তু তা কখনো দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী কর্মসংস্থান বা দারিদ্র্য দূরীকরণের স্থায়ী বিকল্প হতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) বিভিন্ন আর্থিক সমীক্ষায় বারবার রাজ্যগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে যে; অনুৎপাদক খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বা 'ফ্রিবি কালচার'(Freebie Culture) রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব ঘাটতি ও ঋণের বোঝা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তোলে। কোনো সরকার যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়ন;শিল্পায়ন; মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূলধনী বিনিয়োগ (Capital Expenditure)এড়িয়ে শুধু সাময়িক ভাতার রাজনীতি দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চায়; তবে তা একসময় বড়সড়ো 'সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়' ডেকে আনে। রাজকোষের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে শিক্ষা; স্বাস্থ্য; পরিকাঠামো বা রাস্তার মতো বুনিয়াদি ক্ষেত্রগুলো চরমভাবে অবহেলিত হয়।সচেতন নাগরিক সমাজ এবং করদাতা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন এই বিপুল খরচের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। ফলে; যে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের লোভে দেদার প্রকল্প চালানো হচ্ছিল; অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের মুখে তাসের ঘরের একমতো ভেঙে পড়তে পারে।

জনগণের প্রকৃত এবং দীর্ঘমেয়াদী আস্থা তখনই অর্জিত এবং বজায় থাকে; যখন এই সামাজিক প্রকল্প গুলো মানুষকে চিরকাল পরনির্ভরশীল না করে ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভর করে তোলে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ' (Capability Approach) বা সক্ষমতা বৃদ্ধির তত্ত্ব অনুযায়ী; রাষ্ট্রের মূল কাজ হওয়া উচিত মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও সামর্থ্য বাড়ানো; যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ; '১০০ দিনের কাজ (MGNREGA)' যদি শুধু কৃত্রিমভাবে গর্ত খোঁড়া আর বোজানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্থায়ী গ্রামীণ সম্পদ (Asset Creation) যেমন জলাশয় সংস্কার; গ্রামীন রাস্তা বা উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়; তবে তা গ্রামীন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। একইভাবে; স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Groups) মাধ্যমে নারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা করে তোলা গেলে তারা পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের 'কন্যাশ্রী'এর মত প্রকল্প যখন বাল্যবিবাহ রোধ করে ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করে; তখন তা কেবল একটি বার্ষিক আর্থিক অনুদান থাকে না; তা হয়ে উঠে এক সুদূরপ্রসারী সামাজিক রূপান্তরের নীরব হাতিয়ার। জনগণ তখন মন থেকে বোঝেন যে সরকার তাদের কেবল দয়া বা খয়রাতি করছে না বরং তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং সমাজে মর্যাদার সাথে বাঁচার স্থায়ী সুযোগ করে দিচ্ছে। এই আত্মমর্যাদা বোধই যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্বের সবচেয়ে মজবুত এবং দুর্ভেদ্য ভিত।

পরিশেষে বলা যায়; সামাজিক প্রকল্প গুলো নিঃসন্দেহে আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের আস্থা অর্জন ও সরকারের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী; শক্তিশালী এবং নির্ভরশীল উপাদান। কিন্তু এই নির্ভরতা কখনই শর্তহীন বা চিরস্থায়ী নয়। প্রকল্পকে যদি কেবল নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এবং ভোটের অংক মেলানোর 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়; তবে তার রাজনৈতিক মেয়াদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। কারণ; মানুষের চাহিদা পরিবর্তনশীল; আজকের ভাতা আগামীকালের কর্মসংস্থানের দাবির কাছে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু; কল্যাণকামী প্রকল্প গুলোকে যদি সুশাসনের হাতিয়ার; মানবসম্পদ উন্নয়ন; জেন্ডার সমতা (Gender Equality)এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের দীর্ঘমেয়াদি মাধ্যম হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করা যায়— তবে তা শুধু একটি নির্দিষ্ট সরকারের স্থায়িত্বই নিশ্চিত করে না; বরং একটি সুস্থ; সবল ও পরিপক্ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দেয়। তাই আজ এই সত্যটিই উচ্চকণ্ঠে বলার সময় এসেছে— চেতনা দীপ্ত ভারতীয় নাগরিক সমাজ আজ সাময়িক দাক্ষিণ্য বা রাজনৈতিক অনুকম্পা নয়; বরং স্থায়ী সামাজিক মর্যাদা; আর্থিক নিরাপত্তা ও সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন চায়। আর যে সরকার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে; জনগণের আস্থা এবং স্থায়িত্বের অধিকার কেবল তাদেরই থাকবে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
-৬২৯৫৫৩৩১০৭

২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুন: ১৯ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন সম্পূর্ণ

কলকাতা, ১ জুলাই (আইএএনএস): ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোট-পরবর্তী হিংসার সময় বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় ১৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালত।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক প্যারিস পল এবং কলকাতা পুরসভার (কেএমসি) প্রাক্তন কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার। তদন্ত চলাকালীন এই দু''জনকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর উত্তর কলকাতার কাঁকুড়গাছি এলাকার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে নৃশংসভাবে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল। অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বিরুদ্ধে।

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে নারকেলডাঙা থানায় মামলা দায়ের হয় এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে পুলিশ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্ট-এর নির্দেশে মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অতিরিক্ত চার্জশিট দিয়ে মোট ২০ জনকে অভিযুক্ত করে। তদন্তে কাঁকুড়গাছি থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং এক মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরকেও গ্রেফতার করা হয়।

তাঁদের জামিন শুনানির সময় আদালত প্রশ্ন তোলে, "যদি রক্ষকরাই ভক্ষকের ভূমিকা নেন, তাহলে সমাজ কীভাবে চলবে?" অন্যদিকে, নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারের পক্ষ থেকেও তদন্তের ধীরগতির জন্য সিবিআইয়ের সমালোচনা করা হয়েছিল।

বুধবার বিশেষ সিবিআই আদালতে এই মামলায় ১৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

অসম সরকারের শিক্ষা উদ্যোগে উপকৃত ৩৬ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া, দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ১ জুলাই: অসম সরকারের শিক্ষা-কেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে রাজ্যের ৩৬ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া উপকৃত হচ্ছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর বক্তব্য, সরকারের একাধিক কল্যাণমূলক পদক্ষেপের ফলে পরিবারের আর্থিক চাপ কমেছে এবং পড়ুয়ারা তাদের শিক্ষার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাচ্ছে।

বুধবার সমাজমাধ্যম ''এক্স''-এ একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসমের ৩৬ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়ার জীবনে আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।'

তিনি আরও জানান, সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে অভিভাবকদের শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় অনেকটাই কমেছে। তাঁর কথায়, 'আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য পরিবারের আর্থিক বোঝা কমানো, যাতে প্রত্যেক শিশু নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে।'

মুখ্যমন্ত্রীর শেয়ার করা তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ৪,৫২৩টি স্কুল এই শিক্ষা অভিযানের আওতায় এসেছে, যা কর্মসূচির ব্যাপক বিস্তারেরই প্রমাণ।

রাজ্য সরকার গত কয়েক বছরে বিদ্যালয় শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে স্কুল পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও ইউনিফর্ম বিতরণ, সাইকেল ও বৃত্তি প্রদান, পড়ুয়াদের ভর্তি ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ।

এছাড়াও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকেও গুরুত্ব দিয়েছে সরকার।

সরকারি আধিকারিকদের দাবি, গ্রামীণ এলাকা ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের পড়ুয়াদের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার মান এবং স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একাধিকবার জানিয়েছেন, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। তাঁর মতে, অসমের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ্যের ধারাবাহিক বাজেটেও শিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার লক্ষ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, ডিজিটাল শিক্ষার সুবিধা বৃদ্ধি এবং পড়ুয়াদের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। পাশাপাশি, স্কুলছুটের হার কমানো এবং শিশুদের জন্য আরও উন্নত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতেও সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বন্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও অরুণাচল সরকার একযোগে কাজ করছে: শিবরাজ সিং চৌহান

ইটানগর, ১ জুলাই (আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দু''দিনের সফরে গিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার আশ্বাস দেন, বন্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে এবং এই সংকট থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে সবরকম সহায়তা করা হবে।

শিবরাজ সিং চৌহান, কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু-কে সঙ্গে নিয়ে কাইয়ি পানিয়োর জেলা-সহ বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকার আকাশপথে পরিদর্শন করেন।

পরে পাসিঘাটে বন্যা পরিস্থিতি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিয়ে একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্য বিজেপি সভাপতি কালিং ময়ং এবং ঊর্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্টে শিবরাজ সিং চৌহান জানান, গত দু''দিন ধরে তাঁরা বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই কঠিন সময় কেটে যাবে এবং ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে অরুণাচল প্রদেশকে এই সংকট থেকে বের করে আনবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, বন্যায় বহু মানুষের বাড়িঘর ও কৃষিজমির ক্ষতি হলেও তাঁদের মনোবল ভেঙে পড়েনি। বোয়িং গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দারা ভবিষ্যতে বন্যার জল ঢোকা রুখতে নিজেরাই একটি সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করছেন। তিনি জানান, তিনিও তাঁদের সঙ্গে শ্রমদানে অংশ নিয়েছেন। তাঁর কথায়, সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি মানুষের এই অংশগ্রহণই সবচেয়ে বড় শক্তি।

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চৌহান, কিরেন রিজিজু এবং পেমা খান্ডু সড়কপথে বন্যাকবলিত গ্রামগুলি পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিন শিবরাজ সিং চৌহান রাজভবনে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল কে. টি. পারনাইক-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে সাম্প্রতিক বন্যায় হওয়া ক্ষয়ক্ষতি, সেচ ব্যবস্থা, যোগাযোগ পরিকাঠামো, গ্রামীণ উন্নয়ন, জৈব চাষ, উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদন, কৃষি প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজ্যপাল সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা তুলে ধরে ত্রাণ, পুনর্বাসন, পরিকাঠামো পুনর্গঠন এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারে কেন্দ্রের অব্যাহত সহযোগিতা চান।

তিনি বলেন, উপযুক্ত সহায়তা পেলে অরুণাচল প্রদেশ টেকসই ও উচ্চমূল্যের কৃষি উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। জৈব কৃষি, আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত বাজার সংযোগ এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো গড়ে তুললে রাজ্যের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

রাজ্যপাল 'অর্গানিক অরুণাচল' ব্র্যান্ডকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জলবায়ু সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা, কৃষিভিত্তিক স্টার্টআপ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের সহযোগিতা চান।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়ন ও কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতিতে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সফরের অংশ হিসেবে শিবরাজ সিং চৌহান একটি বকুল গাছের চারা রোপণও করেন।

আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলা: সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেল ইডি

কলকাতা, ১ জুলাই (আইএএনএস): আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বহুল আলোচিত কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

বুধবার ইডি বিশেষ অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) আদালতকে জানায় যে, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য রাজ্য সরকার অনুমতি দিয়েছে।

এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে এই অনুমোদন দীর্ঘদিন আটকে ছিল। পরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলা এবং একই হাসপাতালের এক মহিলা জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত মামলার দ্রুত তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার পথে থাকা সব বাধা দূর করা হবে।রাজ্য সরকারের অনুমতি না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ পিএমএলএ আদালতে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হচ্ছিল না। অনুমোদন মেলায় এবার তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

প্রসঙ্গত, প্রথমে এই মামলার তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। পরে ইডি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অর্থপাচারের দিকটি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে।

ইডি তাদের প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ ঘোষকে এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করলেও প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদনের অভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যায়নি।

নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে কর্মরত বা কর্মরত ছিলেন এমন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করে অভিযোগ গঠন করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। সন্দীপ ঘোষের ক্ষেত্রে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি দরকার ছিল, যা দীর্ঘদিন মেলেনি।

ইডি-র প্রথম চার্জশিটে সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও দুই মিডিয়া সরঞ্জাম সরবরাহকারী ঠিকাদার বিপ্লব সিনহা এবং সুমন হাজরার নামও অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে।অন্যদিকে, এই মামলায় সিবিআইও ইতিমধ্যেই পৃথক চার্জশিট জমা দিয়েছে।

ভারত-নেপাল সীমান্তে দুটি পৃথক অভিযানে ১৬ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ বাজেয়াপ্ত, আটক ২

কলকাতা, ১ জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি সংলগ্ন ভারত-নেপাল সীমান্তে দুটি পৃথক অভিযানে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। সীমান্ত পেরিয়ে যথাযথ নথিপত্র ছাড়াই এই অর্থ নেপালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে বুধবার জানিয়েছেন আধিকারিকরা।এই ঘটনায় এক ভারতীয় ও এক নেপালি নাগরিককে আটক করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।নিয়ম অনুযায়ী, বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ নেপালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সীমান্তের শুল্ক দফতরে তা ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১০টা ১৫ মিনিটে। পানিটাঙ্কির বিআইটি নিউ ব্রিজে ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের এসএসবি জওয়ানরা নিয়মিত তল্লাশির সময় গণপরিবহনে নেপালগামী এক যাত্রীর লাগেজ থেকে ৫০০ টাকার নোটে মোট ৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন।ধৃতের পরিচয় বিজ্ঞান রাই (২৭)। তিনি নেপালের সাগরমাথা অঞ্চলের খোটাং জেলার বাসিন্দা। তাঁর কাছে থাকা বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের বৈধ উৎস সম্পর্কে তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ২টা ২০ মিনিটে। একই এলাকায় নিয়মিত তল্লাশির সময় ভারত থেকে নেপালগামী একটি ব্যক্তিগত গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির বিভিন্ন গোপন খোপ থেকে ৫০০ টাকার নোটে মোট ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার হয়।এই ঘটনায় সিকিমের গ্যাংটকের বোগোঘারি এলাকার বাসিন্দা সুকরাম তামাং (৩৭)-কে আটক করা হয়েছে।এসএসবির এক আধিকারিক জানান, আটক দুই ব্যক্তি, বাজেয়াপ্ত নগদ অর্থ এবং গাড়িটি শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।এদিকে মঙ্গলবারই বিহার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে সীমান্ত সংলগ্ন ভাটগাঁও এলাকা থেকে ৫৪৩ গ্রাম সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগারও উদ্ধার করেছে এসএসবি। এই ঘটনায় বিহারের বাসিন্দা মোহাম্মদ উমর (২৩) এবং মোহাম্মদ ফারুখ (৪৬)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।এসএসবির ওই আধিকারিক বলেন, 'ভারত-নেপাল সীমান্তে চোরাচালান, মানবপাচার এবং অন্যান্য অপরাধ রুখতে ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সর্বদা সতর্ক রয়েছেন। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।'

দায়িত্ব, সম্মান ও "নেশন ফার্স্ট"-এর আদর্শে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেব: সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩১তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে জেনারেল ধীরজ শেঠ বলেছেন, তিনি দায়িত্ব, সম্মান এবং ''নেশন ফার্স্ট''-এর আদর্শে অবিচল থেকে বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবেন।

বুধবার দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে কর্তব্যরত অবস্থায় শহিদ হওয়া সেনা সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে সাউথ ব্লকের লনে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর অবসরের পর জেনারেল ধীরজ শেঠ ভারতীয় সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

গার্ড অব অনার গ্রহণের পর তিনি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে. এম. শেঠকে স্যালুট জানান। একই সঙ্গে তাঁর ভাই রিয়ার অ্যাডমিরাল রভনিশ শেঠও তাঁকে স্যালুট করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেনারেল শেঠ বলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩১তম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও বিনয়ের বিষয়। দায়িত্ব, সম্মান এবং ''নেশন ফার্স্ট''-এর আদর্শে অবিচল থেকে আমি এই দায়িত্ব পালন করব।'

এই দায়িত্ব অর্পণের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, 'দেশের সেবায় সর্বোচ্চ আত্মবলিদানকারী বীর সেনাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের সাহস, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।'

জেনারেল শেঠ বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি যুদ্ধ-প্রস্তুত ও অভিজ্ঞ বাহিনী, যা প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে সর্বদা সক্ষম ও প্রস্তুত।

পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য প্রযুক্তিনির্ভর, ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত এবং বহুক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনায় সক্ষম একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা।'

তিনি জানান, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষিত ''ডিকেড অব ট্রান্সফরমেশন''-এর ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ''বিজয়'' শব্দের প্রতিটি অক্ষরের মাধ্যমে নিজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছেন।

''ভি'' অর্থ সতর্কতা এবং প্রস্তুতি বা সতর্কতা ও সর্বদা প্রস্তুতি। তিনি বলেন, সীমান্ত ও উদীয়মান নিরাপত্তা হুমকির ওপর সর্বক্ষণ নজরদারি রাখা হবে এবং যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাহিনীকে সর্বোচ্চ প্রস্তুত রাখা হবে।

''আই'' অর্থ উদ্ভাবন এবং রূপান্তর। তাঁর কথায়, যুদ্ধনীতি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাউভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী পরিবর্তন আনা হবে।

''জে'' অর্থ যৌথতা এবং একীকরণ। তিনি বলেন, ভারতীয় বায়ুসেনা ও নৌসেনার সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করা হবে। পাশাপাশি সামরিক-বেসামরিক সহযোগিতা এবং ''হোল-অব-নেশন'' পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা ও ''বিকশিত ভারত ২০৪৭''-এর লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

''এ'' অর্থ আত্মনির্ভরশীলতা বা আত্মনির্ভরতা। দেশীয় প্রযুক্তি ও সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে আত্মনির্ভর সেনাবাহিনী গড়ে তোলাই হবে লক্ষ্য। তিনি বলেন, 'দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যেই ভবিষ্যতের যুদ্ধ জয় করার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।'''ওয়াই'' অর্থ যোদ্ধাই প্রথম। জেনারেল শেঠ বলেন, 'অগ্নিবীর থেকে প্রবীণ সেনাসবাই আমাদের ''যোদ্ধা'' এবং তাঁরাই সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি। তাঁদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।'

তিনি আরও বলেন, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী এবং বীর নারীরাও সেনা পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের কল্যাণ, ক্ষমতায়ন ও পেশাগত উন্নয়নের বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

প্রাক্তন সব সেনাপ্রধান, বিশেষ করে তাঁর পূর্বসূরি জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর নেতৃত্ব ও অবদানের প্রশংসা করে জেনারেল শেঠ বলেন, তাঁদের দূরদর্শিতাই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য বাহিনীতে পরিণত করেছে।

দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং ভবিষ্যতেও সেই প্রস্তুতি অটুট থাকবে।'

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ''জয়''অর্থাৎ যৌথতা, আত্মনির্ভরতা এবং উদ্ভাবনমন্ত্রই তাঁর ঘোষিত ''বিজয়'' অগ্রাধিকারের ভিত্তি।

প্রিয়াঙ্ক খাড়্গের "নিবন্ধন" বিতর্কের আবহে ১০ জুলাই থেকে কর্নাটকে আরএসএসের প্রান্ত প্রচারক বৈঠক

নয়াদিল্লি/বেঙ্গালুরু, ১ জুলাই (আইএএনএস): কর্নাটকের বেলগাভিতে আগামী ১০ থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী প্রান্ত প্রচারক (রাজ্য প্রচারক) বৈঠক করবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে সম্প্রতি আরএসএসের কাছে সংগঠনের নিবন্ধন সংক্রান্ত নথি প্রকাশের দাবি তোলার পর এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।সূত্রের খবর, এই বার্ষিক সাংগঠনিক বৈঠকে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক এবং আরএসএস-ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত থাকবেন।বৈঠকে গত এক বছরের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী কয়েক মাসের কর্মসূচি ও সংগঠন সম্প্রসারণের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে।এছাড়া সাংগঠনিক সমন্বয় আরও শক্তিশালী করা, চলমান কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা, জনসংযোগ কর্মসূচির বিস্তার এবং আরএসএস ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার নিয়েও আলোচনা হবে।বিভিন্ন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীরা নিজ নিজ অঞ্চলের সাংগঠনিক অগ্রগতির রিপোর্টও পেশ করবেন এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে মতবিনিময় করবেন।আরএসএসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক বৈঠক হিসেবে প্রান্ত প্রচারক বৈঠককে বিবেচনা করা হয়। এই বৈঠকের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, মতামত বিনিময় এবং সর্বভারতীয় কর্মসূচির রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। ১২ জুলাই বৈঠক শেষ হওয়ার কথা।প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে চিঠি লিখে সংগঠনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করার এবং তাদের আইনি অবস্থান, অর্থায়ন, আর্থিক লেনদেন, পদাধিকারী, সম্পত্তি ও কর-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার দাবি জানান। তাঁর যুক্তি ছিল, আরএসএসের মতো বড় ও প্রভাবশালী সংগঠনের আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে খাড়্গে বলেন, আরএসএসের অনুষ্ঠান ও শীর্ষ নেতাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের উপর থাকে। তাই সরকার সংগঠন সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইতেই পারে। তিনি বলেন, 'আমি জানতে চাই, কাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি।' একই সঙ্গে তিনি বিজেপির এই অভিযোগও অস্বীকার করেন যে তিনি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। খাড়্গের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র আকার নেয়। বিজেপি ও আরএসএস তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সংগঠনকে নিশানা করার অভিযোগ তোলে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, সংগঠনের 'লুকোনোর কিছু নেই' এবং এই দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।পরে বিষয়টি আইনি জটিলতাও তৈরি করে। খাড়্গের মন্তব্যের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ করে বেঙ্গালুরুর একটি আদালত তাঁকে সমন জারি করে। এর ফলে আরএসএস ইস্যুতে কংগ্রেস ও বিজেপির রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে।

সাহারানপুর থেকে "স্কুল চলো অভিযান-২০২৬"-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা যোগীর, স্কুলছুটের হার কমার দাবি

লখনউ, ১ জুলাই (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার সাহারানপুর থেকে রাজ্যব্যাপী ''স্কুল চলো অভিযান-২০২৬''-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন। এ সময় তিনি বলেন, জাতি গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হল শিক্ষা এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানসম্মত শিক্ষা শুধু ভালো নাগরিকই নয়, দক্ষ শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধি গড়ে তোলে।

তিনি শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং প্রশাসনকে এই কর্মসূচিকে গণআন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানান।যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'গুণগত শিক্ষা শিশুদের মধ্যে সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলে, তাদের আত্মনির্ভর করে এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করে।'

তিনি দাবি করেন, উত্তরপ্রদেশে স্কুলছুটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তাঁর কথায়, 'আগের সরকারগুলির আমলে যেখানে স্কুলছুটের হার ছিল ১৯ থেকে ২০ শতাংশ, সেখানে বর্তমানে উন্নত পরিকাঠামো ও পরিষেবার কারণে তা কমে ৩ থেকে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে।'

২০১৭ সালে শুরু হওয়া ''স্কুল চলো অভিযান''-এর লক্ষ্য প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের অঙ্গীকারের ফলেই এই সাফল্য এসেছে।

তিনি জানান, ২০১৭ সালে বেসিক এডুকেশন কাউন্সিলের অধীন মাত্র ৩৬ শতাংশ স্কুলে ন্যূনতম পরিকাঠামো ছিল। অধিকাংশ স্কুলেই শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, আসবাব, গ্রন্থাগার, রান্নাঘর এবং সীমানা প্রাচীরের মতো মৌলিক সুবিধার অভাব ছিল।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে রাজ্য সরকার ''অপারেশন কায়াকল্প'' প্রকল্প চালু করে। জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় সরকারি স্কুলগুলির ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বর্তমানে স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, আসবাব, গ্রন্থাগার এবং মধ্যাহ্নভোজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, কোনও শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তা শুধু তার পরিবারের নয়, সমাজ ও দেশেরও ক্ষতি। তাই প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া নিশ্চিত করা সকলের যৌথ দায়িত্ব।যোগী আদিত্যনাথ জানান, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২৩ হাজার বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।এছাড়া শিক্ষা মিত্রদের মাসিক ভাতা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা এবং প্রশিক্ষকদের ভাতা ৯ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭ হাজার টাকা করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, শিক্ষা মিত্র, প্রশিক্ষক, রাঁধুনি এবং ''স্কুল চলো অভিযান''-এর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বিমা সুরক্ষা দেওয়া হবে।

শ্রীগঙ্গানগরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ

শ্রীগঙ্গানগর, ১ জুলাই : ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ করে টানা পাঁচ দিন ধরে নৃশংসভাবে গণধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর। জনরোষের মুখে পড়ে এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়ে তড়িঘড়ি কড়া পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। অপরাধস্থল হিসেবে চিহ্নিত চারটি হোটেলকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই উচ্ছেদ অভিযান চালায়।জেলা পুলিশ সুপার হরিশঙ্কর জানিয়েছেন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোরতম ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না।পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর তথ্য। গত ১৮ জুন নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল ওই নাবালিকা। অভিযোগ, এক রিকশাচালক ওই কিশোরীকে ফুঁসলিয়ে অপহরণ করে এবং পরে শহরের এক হোটেল মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। এরপরই শুরু হয় নারকীয় নির্যাতন। গত পাঁচ দিনে শহরের বিভিন্ন হোটেলে প্রায় ৩০ জনেরও বেশি নরপশু ওই নাবালিকার ওপর ক্রমাগত যৌন নির্যাতন চালায় বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এফআইআর সূত্রে জানা গেছে, এই পাশবিক নির্যাতনে শুধু বহিরাগতরাই নয়, একাধিক হোটেল মালিক এবং ম্যানেজার সরাসরি যুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ারও আপ্রাণ চেষ্টা চালায় তারা। নির্যাতিতা নাবালিকা পুলিশকে জানিয়েছে, যন্ত্রণায় চিৎকার করলেই তাকে জোর করে মদ খাইয়ে দেওয়া হতো, যাতে তার আওয়াজ বাইরে না পৌঁছায়।এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মেলাঘর পুর পরিষদ এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির উদ্যোগে আজ মেলাঘর পুর পরিষদ এলাকায় একটি স্বাস্থ্য শিবির এবং কমিউনিটি ভিত্তিক স্ক্রিনিং টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং পরীক্ষারও আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে ডাঃ দেবারুণ রায় এবং তাঁর সঙ্গে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।শিবিরে আগত সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরামর্শ প্রদান এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক স্ক্রিনিং পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের দোরগোড়ায় সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি এইচআইভি/এইডসসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে।স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্বাস্থ্য শিবিরটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আয়োজক সংস্থা ভবিষ্যতেও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 02-07-2026, 01:20

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কোন কোন ফল খেলে রক্ত বাড়ে

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখতে চিকিৎসকরা অনেক সময়ই আয়রন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকেন। তবে কৃত্রিম ওষুধের চেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে ডায়েটে বদল এনে এই ঘাটতি মেটানো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতিতেই লুকিয়ে রয়েছে এর সহজ সমাধান। আমাদের চারপাশে এমন কিছু সুস্বাদু ফল রয়েছে, যা নিয়মিত খেলে শরীরে নতুন রক্ত তৈরি হয় এবং অ্যানিমিয়া দূর হয় হু হু করে।

বেদানা রক্তস্বল্পতা দূর করতে বেদানা বা ডালিম সবচেয়ে কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ফাইবার রয়েছে, যা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করে।

আপেল প্রতিদিন একটি করে আপেল খেলে অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি কমে। আপেলে থাকা প্রচুর পরিমাণ আয়রন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান রক্তে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে দারুণ সাহায্য করে। কিশমিশ ও শুকনো আঙুর কিশমিশ বা ড্রাই ফ্রুটস আয়রনের খনি। রাতে এক মুঠো কিশমিশ জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জলসহ কিশমিশ খেলে শরীরের রক্তের ঘাটতি দ্রুত মিটে যায়।

পাকা কলা কলায় শুধু শক্তিই থাকে না, এতে রয়েছে প্রচুর ফলিক অ্যাসিড এবং আয়রন। এই দুটি উপাদানই শরীরে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়। তরমুজ গরমের এই রসালো ফলটি আয়রন এবং ভিটামিন সি-তে ভরপুর। তরমুজে থাকা ভিটামিন সি শরীরে আয়রন শোষণ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে রক্তাল্পতা দূর হয়।

লেবু জাতীয় ফল কমলালেবু, মোসম্বি বা পাতিলেবুতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। রক্ত বাড়ানোর জন্য শুধু আয়রন খেলেই হয় না, তা শরীরে শোষিত হতে ভিটামিন সি-এর প্রয়োজন হয়, যা এই ফলগুলো পূরণ করে।

পেঁপে পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ফোলেট বা ফলিক অ্যাসিড থাকে। রক্তে নতুন কোষ বা লোহিত রক্তকণিকা গঠনে ফোলেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্ট্রবেরি ও বেরি জাতীয় ফল স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি বা চেরি ফলে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এগুলো নিয়মিত খেলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে।

আম পাকানোর কেমিক্যাল মারাত্মক ক্ষতিকারক

আমে রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে বর্তমান সময়ে আমের স্বাস্থ্যঝুঁকি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাজারে মিলছে কার্বাইড, ফরমালিন ও ক্ষতিকর কীটনাশকযুক্ত আম, যা মানবদেহের লিভার, কিডনি ও হরমোনের ভারসাম্যের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। এই বিষাক্ত রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব, দূষিত আম চেনার উপায় এবং তা থেকে সুরক্ষিত থাকার কার্যকরী কৌশল জেনে নিন।

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের সঙ্গেই বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হয় ফলের রাজা আমের উৎসব। তবে ইদানীং অধিক মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা ফল দ্রুত বড় করতে এবং পরিপক্ক হওয়ার আগেই বাজারে তুলতে ব্যবহার করেন সিন্থেটিক গ্রোথ হরমোন। যা খেলে আমের সঙ্গে শরীরে ঢোকে মারাত্মক বিষ। কৃত্রিম এই সিন্থেটিক হরমোন আমের মাধ্যমে সরাসরি মানবদেহে প্রবেশ করে হরমোন নিঃসরণে তীব্র বাধা সৃষ্টি করে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একাধিক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, এই রাসায়নিক মূলত এন্ডোক্রাইন ডিসরাপ্টর হিসেবে কাজ করে যা মানুষের প্রজননতন্ত্র ও থাইরয়েডের মতো সংবেদনশীল গ্রন্থিগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দীর্ঘ মেয়াদে এই বিষাক্ত উপাদানগুলো মানুষের লিভার, কিডনি ও মস্তিষ্ককে অকেজো করে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

অপরিণত আমকে জোরপূর্বক দ্রুত পাকানোর জন্য অতীতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও এখনও এর প্রয়োগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ইউরোপীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন অনুসারে, কার্বাইড জলের সংস্পর্শে এলে ক্ষতিকর অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি করে, যা মানুষের মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এর প্রভাবে তাৎক্ষণিকভাবে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট এবং চোখ ও ত্বকে তীব্র জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অধীনস্থ আন্তর্জাতিক ক্যানসার গবেষণা সংস্থা ফরমালিনকে ১-ক্যাটাগরির ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমের পচন রোধে ব্যবহার করে থাকেন। ফরমালিনযুক্ত আম খেলে মুখ, গলা ও পাকস্থলীতে তীব্র জ্বালাপোড়ার পাশাপাশি শ্বাসনালির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। ইদানীং কার্বাইডের বিকল্প হিসেবে ইথেফন ব্যবহার হলেও মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে পেটব্যথা, ডায়রিয়া ও বমি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। খাদ্য ও কৃষি মতে, বর্তমানে আম চাষের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গাটি হল গাছের মুকুল থেকে শুরু করে ফল পাকা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার। ক্লোরপাইরিফস বা সাইপারমেথ্রিনের মতো কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ আমের মাধ্যমে শরীরে ঢুকলে স্নায়বিক সমস্যা ও হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। একাধিক নিউরোলজিক্যাল গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ব্যাহত করে।

বাজারের সব আমে রাসায়নিক না থাকলেও কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখে কৃত্রিমভাবে পাকানো ক্ষতিকর আম সহজেই চেনা সম্ভব। এসব আমের বাইরের অংশ সম্পূর্ণ গাঢ় হলুদ দেখালেও ভেতরের অংশ কাঁচা থাকে এবং আমের ডাঁটার চারপাশ কাঁচা কিন্তু বাকি অংশ হলুদ দেখায়। কৃত্রিম আমের ত্বক অস্বাভাবিক চকচকে হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে পাকা আমের মতো মিষ্টি সুবাস এতে একেবারেই পাওয়া যায় না। আমের এই রাসায়নিক বিষ থেকে নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে খাওয়ার আগে কিছু সতর্কতা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। বাজার থেকে আম আনার পর প্রবহমান ট্যাপের জলে অন্তত ২-৩ মিনিট ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর পরিষ্কার জলে আরও ১৫-২০ মিনিট আম ভিজিয়ে রেখে খোসা সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে তবেই খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

নিরাপদ আম উপভোগ করতে সবসময় মরসুমের শুরুতে অতিরিক্ত হলুদ ও চকচকে আম কেনা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমের বোঁটার কাছে প্রাকৃতিকভাবে চেনা গন্ধ আছে কি না তা পরখ করে দেখে তবেই ফল কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সম্ভব হলে কোনো বিশ্বস্ত বাগানমালিক, নিরাপদ খাদ্য উদ্যোগ অথবা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে গাছপাকা আম সংগ্রহ করা সবচেয়ে ভালো।

হোটেলে কেন সবসময় সাদা বিছানার চাদর দেওয়া হয়

বেড়াতে গিয়ে হোটেলে ওঠার পর প্রথম যে বিষয়টি নজরে আসে সেটি হল বিছানার চাদর, বালিশ। এরপর হোটেলের বাথরুম চেক করেন অনেকে। সেটি পরিষ্কার কি না খতিয়ে দেখেন। কিন্তু কখনও দেখেছেন ভেবে কেন সব হোটেলের সাদা চাদর ব্যবহার করা হয়? বাজার চলতি প্রচুর সুন্দর-সুন্দর রঙের চাদর থাকলেও বালিশের ঢাকা থেকে চাদর কিন্তু সাদাই হয়। কেন হয় এমনটা?

বেড়াতে গিয়ে হোটেলে ওঠার পর প্রথম যে বিষয়টি নজরে আসে সেটি হল বিছানার চাদর, বালিশ। এরপর হোটেলের বাথরুম চেক করেন অনেকে। সেটি পরিষ্কার কি না খতিয়ে দেখেন। কিন্তু কখনও দেখেছেন ভেবে কেন সব হোটেলের সাদা চাদর ব্যবহার করা হয়? বাজার চলতি প্রচুর সুন্দর-সুন্দর রঙের চাদর থাকলেও বালিশের ঢাকা থেকে চাদর কিন্তু সাদাই হয়। কেন হয় এমনটা?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাদা রং ব্যবহারের পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ আছে। সাদা রঙ খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়। দাগ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। আর পরিষ্কার ঝকঝকে বিছানা দেখলে অতিথি বোঝেন হোটেলটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত। রঙিন চাদরে অনেক সময় ময়লা আড়াল হয়ে যায়,কিন্তু সাদা চাদরের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাদা রং ব্যবহারের পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ আছে। যেহেতু সাদা রঙ খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়। দাগ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে, তাই অতিথিদের মনে আস্থা বাড়াতে এই রং ব্যবহার করা হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে কাপড় ধুতে হয়। সাদা চাদরের ক্ষেত্রে ব্লিচ বা শক্তিশালী ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা যায়, যা কঠিন দাগ তুলতে এবং জীবাণু মারতে সাহায্য করে। এছাড়া সব সাদা কাপড় একসঙ্গে ধোয়া যায় বলে অন্য রঙের দাগ লাগার সম্ভাবনা থাকে না সাদা রঙ হল স্বচ্ছতা ও শান্তির প্রতীক। এটি ঘরের পরিবেশকে উজ্জ্বল করে। ঘরকে অনেক বড় দেখায়। হোটেলে প্রবেশের পর ধবধবে সাদা বিছানা দেখে অতিথিরা এক ধরনের বিলাসবহুল এবং আরামদায়ক অনুভূতি পান। রঙিন চাদর বারবার ধোয়ার ফলে রঙ উঠতে শুরু করে। দেখতে পুরনো লাগে। সাদা চাদরের ক্ষেত্রে সেই চিন্তা নেই, বরং সঠিক যত্নে অনেকদিন ব্যবহার করা যায়। এটি দীর্ঘমেয়াদে হোটেলের খরচও সাশ্রয় করে।

ফুড পয়জনিং কতটা ভয়ঙ্কর

মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডিতে সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। স্থানীয় একটি ফাস্ট ফুড আউটলেট থেকে সাওয়ারমা ও পিৎজা খাওয়ার পর অন্তত ৮৮ জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। তাঁদের অধিকাংশেরই পেটব্যথা, বমি, বা বমি ভাব এবং ডায়ারিয়ার মতো উপসর্গ রয়েছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট খাবারের দোকানটি সিল করে দিয়েছে প্রশাসন এবং খাবারের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে আক্রান্তদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

চিকিৎসকদের মতে, ফুড পয়জনিং বা খাবারে বিষক্রিয়া অনেক সময় সাধারণ পেট খারাপের মতো মনে হলেও বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর হতে পারে। খাবারে থাকা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী বা তাদের তৈরি টক্সিন শরীরে প্রবেশ করলে খুব দ্রুত তার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে কয়েক দিন পরেও এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

ফুড পয়জনিং কি জটিল সমস্যা তৈরি করতে পারে?

এক কথায় বললে, হ্যাঁ, পারে। চিকিৎসকদের মতে, ফুড পয়জনিং দ্রুত জটিল আকার নিতে পারে কারণ বমি ও ডায়ারিয়ার ফলে শরীর থেকে প্রচুর জল ও প্রয়োজনীয় খনিজ বেরিয়ে যায়। ফলে ডিহাইড্রেশন, দুর্বলতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া এমনকি গুরুতর ক্ষেত্রে কিডনির সমস্যাও দেখা দিতে পারে। শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

যোগ আসনেই মেদ গলবে হু হু করে

বিশেষ করে পেটের জেদি মেদ বা "বেলি ফ্যাট" একবার জমলে তা সহজে কমতেই চায় না। অনেকেই মেদ ঝরাতে জিম বা কঠিন ডায়েটের পথ বেছে নেন, তবে সঠিক নিয়মে যোগাভ্যাস কিন্তু কোনও রকম পার্শপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই শরীরকে টোনড এবং মেদমুক্ত করতে জাদুর মতো কাজ করে। ব্যস্ত জীবনযাত্রা, অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া আর শরীরচর্চার অভাব এই তিনের জাঁতাকলে পড়ে ওজন বৃদ্ধি বা মেদ জমার সমস্যায় ভুগছেন না, এমন মানুষ মেলা ভার। বিশেষ করে পেটের জেদি মেদ বা 'বেলি ফ্যাট' একবার জমলে তা সহজে কমতেই চায় না। অনেকেই মেদ ঝরাতে জিম বা কঠিন ডায়েটের পথ বেছে নেন, তবে সঠিক নিয়মে যোগাভ্যাস কিন্তু কোনও রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই শরীরকে টোনড এবং মেদমুক্ত করতে জাদুর মতো কাজ করে। অত্যন্ত কার্যকরী যোগাসনের কথা, যা নিয়মিত অভ্যাস করলে শরীরের মেদ গলবে হু হু করে। জেনে নিন ধাপে ধাপে এগুলি করার সঠিক পদ্ধতি

১. ভুজঙ্গাসন পেটের মেদ ঝরানোর পাশাপাশি পিঠ ও কোমরের পেশি মজবুত করতে এই আসনটি অনন্য। এটি হজমশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে।

কীভাবে করবেন: প্রথমে উপুড় হয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। পা দুটি সোজা ও জোড়া করে রাখুন।

এবার দুই হাতের তালু বুকের দুই পাশে মেঝেতে রাখুন। গভীর শ্বাস নিতে নিতে হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে শরীরের সামনের অংশ (কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত) ওপরের দিকে তুলুন। কনুই সামান্য বাঁকা রাখতে পারেন। ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকিয়ে ছাদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করুন। এই অবস্থায় ২০-৩০ সেকেন্ড শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ধরে রাখুন। এরপর শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। ২. নৌকাসন নামের মতোই এই আসনে শরীরের আকৃতি নৌকার মতো হয়। এটি সরাসরি পেটের পেশিতে চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে পেটের চর্বি দ্রুত কমে। কীভাবে করবেন: মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটি শরীরের দুই পাশে সোজা করে রাখুন। এবার গভীর শ্বাস নিয়ে একই সঙ্গে আপনার মাথা, বুক এবং দুই পা মেঝে থেকে ওপরের দিকে তুলুন। আপনার হাত দুটি পায়ের সমান্তরালে সোজা করে বাড়িয়ে দিন। শরীরটি দেখতে যেন একটি ইংরেজি 'ঋ' অক্ষরের মতো বা নৌকার মতো লাগে। শরীরের পুরো ভর থাকবে নিতম্বের ওপর। এই অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড থাকুন। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে যান। ৩. ধনুরাসন এই আসনে শরীরকে ধনুকের মতো বাঁকাতে হয়। এটি পুরো শরীরের স্ট্রেচিং বা প্রসারণ ঘটায় এবং তলপেট ও উরুর মেদ কমাতে দারুণ কার্যকরী। কীভাবে করবেন: উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন এবং হাঁটু দুটি ভাঁজ করে পায়ের গোড়ালি নিতম্বের কাছাকাছি নিয়ে আসুন। এবার দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের গোড়ালি বা গোড়ালির ঠিক ওপরের অংশ শক্ত করে ধরুন। লম্বা শ্বাস নিয়ে পা দুটিকে ওপরের দিকে টানুন এবং একই সঙ্গে বুক ও মাথা মেঝে থেকে ওপরে তুলুন। শরীরের পুরো ওজন পেটের ওপর থাকবে। শরীরটি দেখতে ধনুকের মতো লাগবে। সামনের দিকে তাকিয়ে এই অবস্থায় ২০ সেকেন্ড স্থির থাকুন, তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে স্বাভাবিক হোন। ৪. ফলকাসন বা প্লাঙ্ক যদিও এটিকে অনেকে আধুনিক ক্যালিস্তেনিক্সের অংশ ভাবেন, তবে যোগশাস্ত্রে এর নাম ফলকাসন। পুরো শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে পেশি সুগঠিত করতে এর জুড়ি মেলা ভার। কীভাবে করবেন: প্রথমে উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের তালু ও পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে পুরো শরীরটিকে মেঝে থেকে ওপরে তুলুন (পুশ-আপ দেওয়ার ভঙ্গিতে)। আপনার হাত দুটি কাঁধের সমান্তরালে সোজা থাকবে।

খেয়াল রাখবেন মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পুরো শরীর যেন একটি সোজা লাইনে বা তক্তার মতো থাকে। কোমর যেন খুব ওপরে বা নিচে না নেমে যায়।

পেটের পেশি শক্ত বা সংকুচিত করে রাখুন। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস নিয়ে ৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট থাকার চেষ্টা করুন। যেকোনও আসন করার সময় নিজের শরীরের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে জোর করবেন না। পিঠে তীব্র ব্যথা, হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে এবং গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এই আসনগুলি করা উচিত নয়। ভালো ফলাফলের জন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই যোগাভ্যাস করুন।

নাইট ক্রিমের সবচেয়ে সাশ্রয়ী উপায়

কোরিয়ান ১০ স্টেপ স্কিন কেয়ারের থেকে মুখ ফেরাচ্ছে তরুণীরা। বেশিরভাগ মানুষ ঝুঁকছে মিনিমালিজমের দিকে। চিকিৎসকরাও বলছেন, যত কম প্রসাধনী ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। তবে সকালে সানস্ক্রিন আর রাতে নাইট ক্রিম জরুরি। সানস্ক্রিন নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাতে মুখে কী মাখা যায়, এই চিন্তা অনেকেরই থাকে। তবে বাড়িতে যদি অ্যালোভেরা জেল আর গোলাপ জল থাকে, তা হলে আর চিন্তা কীসের! প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজারের উৎস অ্যালোভেরা জেল। আর প্রাকৃতিক টোনারের কাজ করে গোলাপ জল। রাতে এই দুই উপাদান মেখে ঘুমোলে কী কী উপকার পাবেন?

গভীরে গিয়ে ত্বকে আর্দ্রতা জোগায়

রাতে ত্বকে 'রিপেয়ারিং মোড'-এ যায়। ত্বক নিজের ক্ষত নিজেই সারিয়ে তোলে। তাই রাতে যত কম পণ্য মাখা যায় তত ভালো। তবে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা দরকার। এই কাজটা অ্যালোভেরা জেল ও গোলাপ জল একসঙ্গে মিলে করে। এই দুই উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক খসখসে বা শুষ্ক হয়ে যায় না। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ত্বক নরম, কোমল ও সতেজ দেখায়। তা ছাড়া ত্বক মসৃণ হয় এবং ত্বকের টেক্সচার উন্নত হয়। তাই ত্বক জেল্লাদার দেখায়।

ত্বকের প্রদাহ কমায়

অ্যালোভেরা ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং গোলাপ জল ত্বকে শীতল ভাব আনতে সাহায্য করে। এই দুই উপাদান একসঙ্গে মাখলে ত্বকের লালচে ভাব ও জ্বালা ভাব থেকে রেহাই মেলে। ব্রণ, চুলকানির মতো সমস্যাও কমে। এই কারণে তৈলাক্ত ও স্পর্শকাতর ত্বকে অনায়াসে অ্যালোভেরা জেল ও গোলাপ জল মাখা যায়। সারারাত এটি ত্বকে থাকলে তা ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তরকেও নষ্ট হতে দেয় না।

অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে

ত্বকে অতিরিক্ত তেল বা সিবাম উৎপাদনের সমস্যা দূর করতে পারে গোলাপ জল ও অ্যালোভেরা জেলের এই মিশ্রণ। বন্ধ হয়ে যাওয়া রোমকূপগুলো যখন সঠিক আর্দ্রতা পায়, তখন ত্বকের তেলের ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই তৈলাক্ত এবং ব্রণপ্রবণ ত্বকের জন্য এটি খুবই কার্যকরী। তা ছাড়া এই মিশ্রণটি ব্রণ ও ব্রণর দাগছোপ কমাতেও সহায়ক। এতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান রয়েছে, যা ব্রণ কমাতে সহায়ক।

ক্লান্তি মানেই থাইরয়েড নয়

সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগছে, জিভে রাশ টেনেছেন অথচ ওজন বেড়েই যাচ্ছে, চুল পড়ছে, মেজাজের ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে বা মাসিক অনিয়মিত হয়ে পড়ছে এমন উপসর্গ দেখা দিলে অনেকেই বিষয়টিকে প্রথমে থাইরয়েডের সমস্যা ভাবেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই লক্ষণগুলির পিছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোনজনিত সমস্যা থাকতে পারে, যার নাম পলিএন্ডোক্রাইন মেটাবলিক ওভেরিয়ান সিনড্রোম। বর্তমানে (পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম) শব্দটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এটা নিয়ে কথাও অনেক বেশি হয়। তবেপি এম ও এস শব্দটি অপেক্ষাকৃত নতুন। এই নাম ব্যবহারের কারণ রোগটির বিস্তৃত প্রভাবকে আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা। কারণ পি এম ও এস শুধু ডিম্বাশয়ের সমস্যা নয়, বরং শরীরের হরমোনের ভারসাম্য, বিপাকক্রিয়া, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, হার্টের স্বাস্থ্য এবং প্রজনন ক্ষমতার উপরও প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পি এম ও এস এবং থাইরয়েডের সমস্যার অনেক উপসর্গ একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে সঠিক পরীক্ষা ছাড়া আসল কারণ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেন পি এম ও এস -কে থাইরয়েডের সমস্যা বলে মনে হয়? পি এম ও এস একটি হরমোনজনিত অসুখ, যা ডিম্বস্ফোটন, বিপাকক্রিয়া এবং শরীরের সামগ্রিক হরমোনের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। এই অবস্থায় বহু নারীর শরীরে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং ইনসুলিন

রেজিস্ট্যান্স দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি এবং ডিম্বাশয় দুটিই শরীরের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের অংশ। তাই এক জায়গায় হরমোনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হলে অন্য অংশের কার্যকারিতাও প্রভাবিত হতে পারে। পি এম ও এস-এর সাধারণ লক্ষণ কোনগুলি? দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, ওজন কমাতে অসুবিধা, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চুল পাতলা হওয়া এবং অনিয়মিত মাসিক এগুলো সাধারণত হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু পি এম ও এস এর ক্ষেত্রেও একই উপসর্গ দেখা যেতে পারে। আবার কিছু ক্ষেত্রে উদ্বেগ, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া এবং অনিদ্রার মতো সমস্যা দেখা দেয়, যা হাইপার থাইরয়েডিজমের সঙ্গেও মিলে যায়।

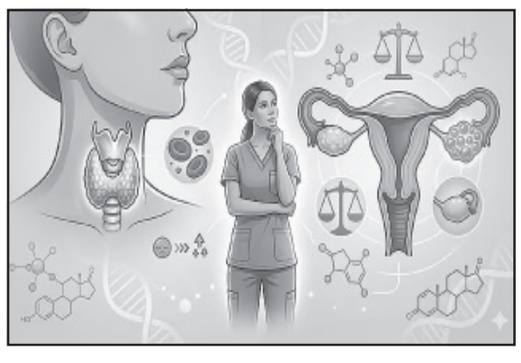

কৃষ্ণপুরে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু, নির্মাণস্থল পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ জুলাই: খোয়াই জেলার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিধায়ক তহবিলের অর্থে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। বুধবার প্রকল্পগুলির নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেন কৃষ্ণপুরের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এ সময় তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।বিধায়ক তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হতে যাওয়া প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকায় একটি ফুটবল মাঠ নির্মাণ, আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের ৪৩ মাইল এলাকা থেকে ত্রিপুরা বস্তি পর্যন্ত সড়কের সংস্কার, ৪৩ মাইল এলাকায় একটি কমিউনিটি হল নির্মাণ এবং মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় (যাত্রী শেড) নির্মাণ।পরিদর্শনের শুরুতে মন্ত্রী মুঙ্গিয়াকামীতে প্রস্তাবিত ফুটবল মাঠের নির্মাণস্থল ঘুরে দেখেন। পরে পর্যায়ক্রমে সড়ক সংস্কার, কমিউনিটি হল এবং যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের নির্মাণস্থলও পরিদর্শন করেন। প্রকল্পগুলির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পাশাপাশি নির্মাণের গুণগত মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি।পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার সার্বিক উন্নয়ন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সাহার নেতৃত্বে দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও সেই ধারাবাহিকতায় একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।এদিকে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা।। জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। এই শিবিরে মোট ৩২৭ জন রোগীকে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয় এবং তাদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এর মধ্যে মেডিসিন বিভাগে ১৪০ জন, চর্মরোগ বিভাগে ২৯ জন, কান-নাক-গলা (ইএনটি) বিভাগে ২১ জন, চক্ষু বিভাগে ৫৩ জন ও শিশু রোগ বিভাগে ৪৬ জন পরিষেবা পান। এছাড়াও ১৭ জনকে ডেন্টাল, ১০ জনকে আয়ুর্বেদিক এবং ১১ জনকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ১১ জনকে এক্স-রে পরিষেবাও প্রদান করা হয়। এদিন মোট ২৮১ জনের অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) স্ক্রিনিং সম্পন্ন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ রঞ্জন বিশ্বাস, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য অধিকারের হেড অব অফিস ও উপ-অধিকর্তা ডাঃ রাজেশ অনিল আচার্য, স্বাস্থ্য আধিকারের উপ-অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ।এই বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য শিবিরে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কনক চৌধুরী, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রাজেশ চৌধুরী, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুব্রত ভৌমিক, ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি (এফএমটি) ডাঃ শান্তনু দাস। এছাড়াও, উক্ত শিবিরে আইজিএম হাসপাতাল থেকে আগত বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অন্বেষা রায় বর্ধন, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ রায়, কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনোজ দেববর্মা ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিত কুমার দাস এবং গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার-ইন-চার্জ ডাঃ অর্পিতা সিনহা প্রমুখ।

সংবাদ সংগ্রহে বাধা ও সাংবাদিকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন খোয়াই প্রেস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ জুলাই: সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছে খোয়াই প্রেস ক্লাব। সোমবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় প্রেস ক্লাবের সদস্যরা।প্রেস ক্লাবের অভিযোগ, গত ২৯ জুন খোয়াইয়ের মহাদেবটিলা এলাকার রেণুবালা পেট্রোল পাম্পে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গেলে সেখানে দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার সাংবাদিক তথা খোয়াই প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শুভঙ্কর দের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। পাশাপাশি পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করার পাশাপাশি অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। প্রেস ক্লাবের দাবি, বিষয়টি শুধু একজন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনা নয়; এটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি না হন।এদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোয়াই প্রেস ক্লাবের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বলে জানিয়েছে প্রেস ক্লাব। খোয়াই প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংবাদিকদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহের অধিকার রক্ষায় তারা ভবিষ্যতেও সোচ্চার থাকবে।

নিখোঁজ গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা কাজল দাস পেশায় একজন শ্রমিক। প্রায় ১২ বছর আগে কমলপুর থানার নাগবংশী এলাকার বাসিন্দা লীলাবতি নমঃশূদ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দাম্পত্য জীবনে তাঁদের ১০ বছরের এক পুত্র ও সাড়ে তিন বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে।

পরিবারের দাবি, গত প্রায় এক বছর ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। অভিযোগ, লীলাবতি অধিকাংশ সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন, যা নিয়ে প্রায়ই দু"জনের মধ্যে বিবাদ হতো। এক পর্যায়ে কাজল দাস স্ত্রীর মোবাইল ফোন ভেঙে দেন বলেও পরিবারের দাবি।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, গত ১২ জুন কাজল দাস কাজ শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন, তাঁর ১০ বছরের পুত্রকে বাড়িতে রেখে লীলাবতি সাড়ে তিন বছরের কন্যাকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে গেছেন। এরপর আত্মীয়স্বজন ও সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরদিন কাজল দাস কচুছড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে তৎপর রয়েছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

সহজেই ভাতার অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।সকাল থেকেই হেজামারা ব্লকের অধীন ২১টি এডিসি ভিলেজের জনজাতি ভাতা প্রাপকরা ব্লক কার্যালয়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং সিধাই থানার পুলিশ। নিরাপত্তার স্বার্থে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।বিক্ষোভ চলাকালীন হেজামারা আরডি ব্লকের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, ব্লক প্রশাসন এবং হেজামারা আইসিডিএস দপ্তরের সিডিপিও দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। পরে স্থানীয় এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই আন্দোলনকারীরা বিডিওর উদ্দেশ্যে দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

আইন

● প্রথম পাতার পর

আত্মনির্ভর ও উন্নত গ্রামীণ ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নতুন গতি দেবে। একই সঙ্গে তিনি দেশের নাগরিকদের সমৃদ্ধ, ক্ষমতায়িত ও আত্মনির্ভর গ্রাম গড়ে তুলতে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫-এর জাতীয় উদ্বোধন উপলক্ষে ২ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি জেলার ওবুলাভারিপল্লে মণ্ডলের মুক্কাভারিপল্লে গ্রামে একটি জাতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানে ভিবি-জি রাম জি-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা, উপভোক্তাদের মধ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কার্ড বিতরণ, নতুন সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন, গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রকাশ, উপভোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগের সূচনা করা হবে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদ ও নিন্দা

● প্রথম পাতার পর

মনে করে আগরতলা প্রেস ক্লাব।সংগঠনের পক্ষ থেকে চন্দন দেবনাথের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে চন্দন দেবনাথ বা বিজেপির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।এছাড়াও বিজেপির আইটি সেলের ইনচার্জ চন্দন দেবনাথের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই মন্তব্যকে সাংবাদিক সমাজের মর্যাদাহানিকর, আপত্তিকর এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়েছে।ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মতে, সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সাংবাদিকরা নিরপেক্ষতা, পেশাগত নৈতিকতা এবং জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য শুধু সাংবাদিকদের মর্যাদাকেই ক্ষুণ করে না, বরং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপরও আঘাত হানে।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যমের রয়েছে দীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজ্যের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরার সাংবাদিকরা তাঁদের পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার জন্য জাতীয় স্তরেও প্রশংসিত হয়েছেন।এই প্রেক্ষাপটে চন্দন দেবনাথের মন্তব্যকে অত্যন্ত অনভিপ্রেত ও আপত্তিকর বলে উল্লেখ করে ইউনিয়ন দাবি করেছে, এ ধরনের মন্তব্য সমগ্র সাংবাদিক সমাজের মর্যাদাকে হেয় করার শামিল। একই সঙ্গে গণতন্ত্রের স্বার্থে এ ধরনের বক্তব্য উদ্বেগজনক বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে মত প্রকাশ করা হয়েছে।ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অলক ঘোষ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির প্রদেশ সভাপতির কাছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চন্দন দেবনাথকে অবিলম্বে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক সমাজের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিও জানানো হয়েছে।এদিকে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে বিজেপির আইটি সেলের ইনচার্জ চন্দন দেবনাথের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি। এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই মন্তব্যকে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক সমাজেব প্রতি অবমাননাকর এবং অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।সোসাইটির দাবি, ত্রিপুরার সংবাদজগতের রয়েছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করে আসছেন।তাঁদের কাজ জাতীয় স্তরেও একাধিকবার প্রশংসিত হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকা ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।প্রেস বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত, আপত্তিকর এবং সংবাদমাধ্যমের মর্যাদা ক্ষুণ করার অপচেষ্টা। সোসাইটির মতে, এ ধরনের বক্তব্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের পেশাগত মর্যাদার পরিপন্থী।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির প্রদেশ সভাপতির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে চন্দন দেবনাথ অবিলম্বে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন এবং রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক সমাজের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

নিশ্চিত হওয়া যাবে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে।

সম্পন্ন করার দাবি

● প্রথম পাতার পর

হবে। খুব শীঘ্রই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে।এনএইচ-০৮-এর রানীরবাজার থেকে আইএসবিটি (চন্দ্রপুর) পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশের চার-লেন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ৯০ শতাংশ জমি এবং ইউটিলিটি স্থানান্তরের কাজ আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। এর পরপরই এনএইচআইডিসিএল টেন্ডার আহ্বান করবে।আগরতলা-উদয়পুর এনএইচ-০৮ চার-লেন প্রকল্পের ডিপিআর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যানবাহনের সংখ্যা, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে অ্যালাইনমেন্ট চূড়ান্ত হওয়ার পর ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হবে।উদয়পুর-অমরপুর (২৪ কিলোমিটার) সড়ককে এনএইচ-০৮-এর একটি স্পার হিসেবে জাতীয় সড়কের মানে উন্নীত করার জন্য ডিপিআরও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই সড়কটি মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, ছবিমুড়া ও ডম্বুর পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করবে।পর্যটন, বাণিজ্য এবং প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কমলপুর-অম্বাসা-গন্ডাছড়া-শান্তিরবাজার (১৪৮ কিলোমিটার) সড়ক উন্নয়নের কাজ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক গ্রহণ করবে।আগরতলা শহরের ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পশ্চিম বাইপাস নির্মাণের জন্য ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বিবেচনায় রেখে সার্ভিস লেন সংযুক্ত করে নতুনভাবে টেন্ডার আহ্বান করা হবে।

৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস

● প্রথম পাতার পর

থেকে শুরু করে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্তি এবং পূর্ণাঙ্গ বিধানসভার ঐতিহাসিক ও গৌরবময় পথচলাও রাজ্যপাল তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি ত্রিপুরার ভারতভুক্তি থেকে শুরু করে বর্তমান বিধানসভার ইতিহাসের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে তিনি আশা প্রকাশ করেন বর্তমান বিধানসভার সদস্যগণ জনকল্যাণে কাজ করে যাবেন। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়কদের অবদানের কথাও তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় নাথ, জিতেন সরকার এবং রতন চক্রবর্তী। গণতন্ত্র রক্ষায় ত্রিপুরা বিধানসভার অবদান তাদের স্মৃতিচারণায় তুলে ধরেন। ত্রিপুরা বিধানসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারি পদ্মশ্রী নরেশ চন্দ্র দেববর্মাও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু শ্রী দেববর্মাকে সংবর্ধনা জানান। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ. কে. নাথ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং বিধায়কগণ উপস্থিত ছিলেন।

কলসি নিয়ে অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ শুরু করেন। অবরোধের জেরে সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তার দু"পাশে দূরপাল্লার বাস, পণ্যবাহী ট্রাকসহ অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন আটকে পড়ে। ফলে এলাকাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জলের সমস্যা থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও জল পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তারা।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, মহিলা কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে বিজেপির এজেন্টের মতো আচরণ করছে। রাজ্যের নারীদের স্বার্থ রক্ষায় কমিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।বিক্ষোভ চলাকালীন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। ঘটনাস্থলে পশ্চিম মহিলা থানার ওসি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, চেয়ারপার্সন কার্যালয়ে না আসা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিলা কমিশন চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মানিক সরকারের

● প্রথম পাতার পর

বিবেচনা করা উচিত ছিল। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা এবং পরিষেবার পরিধি এত বিপুল রোগীর চাপ সামাল দেওয়ার মতো নয়। ফলে একদিকে যেমন রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন, অন্যদিকে চিকিৎসকদের ওপরও অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে।মানিক সরকারের দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আগে সরকারি হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি। সেই প্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের উচিত দ্রুত এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা এবং রোগীদের স্বার্থে কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রদেশ বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য হল সরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থীদের আরও বেশি পাঠদানের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা সহজলভ্য করা।বিজেপির মুখ্য প্রবক্তার দাবি, বিহার, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্রসহ দেশের একাধিক রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি নেই। তিনি জানান, ২০২৫ সালে এজিএমসি পরিদর্শনে এসে দিল্লির এইমসের অধিকর্তা ডা. এম. শ্রীনিবাসন এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালকে ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশের অন্যতম ছিল পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করা।

সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, ফ্যাকাল্টি এবং চিকিৎসক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা শিক্ষাদান ও রোগী পরিষেবায় আরও বেশি সময় দিতে পারেন।

তিনি আরও স্পষ্ট করেন, এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সরকার নেয়নি। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল সম্পর্কেও কোনো নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের পরিষেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে সুব্রত চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, বিরোধীরা রাজ্য সরকারকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

P'NIET No.:61/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:23/06/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	43/EE/PNIE-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Annual maintenance & incidental repair of of Air Conditioning machine installed in the North Tripura District hospital, Dharmanagar during the year 2025-26.
Estimated Cost :	Rs.2,24,140.00
Time of Completion :	365 days
Bid Fee :	Rs. 1000.00
Earnest Money :	Rs. 6724.00
Last date and time of Submission of Bid :	03/07/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1002/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27 Dt. 29-06-2026

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money(In Rs)	Time for Completion
1	DNIT No:01/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	24,25,326.00	48,507.00	360(Three hundred sixty) Days
2	DNIT No:02/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	24,26,666.00	48,533.00	90(Ninety) Days
3	DNIT No:03/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	24,12,840.00	48,257.00	120(One hundred twenty) Days
4	DNIT No:04/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	21,99,819.00	43,996.00	90(Ninety) Days
5	DNIT No:05/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	15,03,567.00	30,071.00	180(One hundred eighty) Days
6	DNIT No:06/EE/PWD(R&B)/AMB/2026-27	9,91,774.0	19,835.00	180(One hundred eighty) Days

Date of publishing of bid: Date 30/06/2026
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 06/07/2026
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 06/07/2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-1012/26

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 04/EE(AGRI)/S/2026-27.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTI-MATED COST	MONEY (BOTH ONLINE TRANSAC-TION & E-BG IS ALLOWED)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	Construction of Krishak Bandhu Kendra at Tepania under Tepania Agri Sub-Division, Gomati Tripura./ S.H: Providing Internal Electrification. DNIeT No: 12/EE/AGRI/SOUTH/ 2026-2027	Rs. 3,73,689.00	Rs. 7,474.00	20 Days	Up to 04.00. P.M. on 06/07/2026	At 11.00 AM on 07/07/2026 (if possible)
2	S/H:-Construction of Krishak Bandhu Kendra at Tepania under Tepanía Agri. Sub-Division, Gomati Tripura District Installation of 1(One) No. Small Bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm) Size for irrigation fitted with 2 Hp Submersible pump set having capacity 2000 GPH at 40 mtr. head in/c laying distribution pipe line. DNIeT No: 18/EE/AGRI/SOUTH/ 2026-2027	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	20 Days		
3	Development of infrastructure facilities in rural market at Sindukpathar Market under Satchand Agri Sub-Division, South Tripura./S.H:- Providing Internal Electrification thereof DNIeT No: 20/EE/AGRI/SOUTH/ 2026-2027	Rs. 8,58,938.00	Rs. 17.179.00	20 Days		
4	Development of infrastructure facilities in rural market at Chechua under Ompi Agri Sub-Division. Gomati Tripura District./S.H: - Providing Internal Electrification thereof. DNIeT No: 21/EE/AGRI/SOUTH/ 2026-2027	Rs. 8,06,757.00	Rs. 16,135.00	20 Days		

ICA/C/999/26

Sd/- Illegible
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

প্রশাসনের নির্দেশে নিজেদের হাতেই দোকান ভাঙলেন মধুপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ৩০ জুন: প্রশাসনের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নিজেদের উদ্যোগেই সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে দোকান ভাঙলেন মধুপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা। বাজার এলাকায় এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার মহকুমা প্রশাসনের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বুলডোজার নিয়ে মধুপুর বাজারে সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সেই সময় বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কাছে এক সপ্তাহের সময় প্রার্থনা করেন, যাতে তাঁরা নিজেরাই অবৈধ অংশ সরিয়ে নিতে পারেন।

প্রশাসনের দেওয়া সেই সময়সীমার মধ্যেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকানের সরকারি জমির ওপর থাকা অংশ ভেঙে জায়গা দখলমুক্ত করে দেন। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর আর প্রয়োজন পড়েনি।

এদিন ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁরা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে সরকারি জমি খালি করে দিয়েছেন। এখন তাঁদের দাবি, দ্রুত বাজার এলাকায় সংস্কারমূলক কাজ শুরু করা হোক। বিশেষ করে বাজারে কভার ড্রেন নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, সামনে দুর্গাপূজাসহ উৎসবের মরশুম। তার আগেই বাজারের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর করে তোলা গেলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাউভয়েরই সুবিধা হবে। এখন দেখার বিষয়, ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার পর প্রশাসন বাজারের উন্নয়নে কত দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

খোয়াই জেলায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ জুলাই: খোয়াই জেলা দীর্ঘদিন ধরেই পতঙ্গবাহিত রোগ, বিশেষত ম্যালেরিয়ার দিক থেকে একটি সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত। তবে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ধারাবাহিক পরিকল্পনা, নিবিড় নজরদারি, সময়োপযোগী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং জনসচেতনতামূলক কাজের ফলে জেলার ম্যালেরিয়া পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। জানুয়ারি-জুন ২০২৫ এবং জানুয়ারি-জুন ২০২৬ সময়কালের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া-এই দুই মহকুমায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের মোট সংখ্যা ২০২৫ সালের ১৪৬টি থেকে ২০২৬ সালের একই সময়ে মাত্র ১৬টিতে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা জেলার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। দুই মহকুমার মধ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় সবচেয়ে বেশি উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে ২০২৫ সালের জানুয়ারি-জুন সময়কালে ১২৭ জনের ম্যালেরিয়া আক্রান্তের ঘটনা নথিভুক্ত হলেও, ২০২৬ সালের একই সময়ে তা কমে মাত্র ১২টিতে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় ৯০.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ভেক্টর সার্ভেইল্যান্স, দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সময়মতো চিকিৎসা প্রদান, আক্রান্ত এলাকায় নিবিড় নজরদারি, মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে গৃহীত উদ্যোগ, কীটনাশক-প্রক্রিয়াজাত মশারি বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও একই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাবে। একই সঙ্গে সকল নাগরিককে মশারি ব্যবহার, জ্বর দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করানো এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে মশার প্রজনন রোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘স্যামসাং সলভ ফর টুমরো’ কর্মশালা, উদ্ভাবন ও স্টার্টআপে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ

আগরতলা, ১ জুলাই: শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘ডিজাইন থিংকিং অ্যান্ড ইনোভেশন’ বিষয়ক এক বিশেষ কর্মশালা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট সেলের উদ্যোগে এবং ফাউন্ডেশন ফর ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার, আইআইটি দিল্লি-র সহযোগিতায় ‘স্যামসাং সলভ ফর টুমরো’ কর্মসূচির আওতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় আইডিয়া তৈরি, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা, সমস্যা সমাধানের আধুনিক পদ্ধতি এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন কেস স্টাডির মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্যামসাং সলভ ফর টুমরো কর্মসূচির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সমীর কুমার শীল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ড. কাম্পেশ্বর মিশ্র। বক্তারা উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ গঠনে উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিউবেশন সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন অধ্যাপক সালিম সাহ। তিনি জানান, উদ্ভাবনী ধারণাকে সফল ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপান্তর করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়।

কর্মশালার কারিগরি অধিবেশন পরিচালনা করেন এফআইটিটি, আইআইটি দিল্লি-র বৈভব সিং পরিহার। তিনি অংশগ্রহণকারীদের ডিজাইন থিংকিং পদ্ধতি এবং উদ্ভাবনভিত্তিক সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। পুরো কর্মশালার সমন্বয় করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট অফিসার ড. ধর্মেন্দ্র কুমার দুবে।

অনুষ্ঠানে আগরতলার সেলিব্রেশন ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উদ্যোক্তা সন্ত দেবনাথ নিজের স্টার্টআপ গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিউবেশন সেন্টারের সহায়তায় তাঁর ব্যবসায়িক ভাবনাকে সফল উদ্যোগে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ড. হরজিৎ নাথ স্টার্টআপ, উদ্ভাবনী পরিবেশ এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস-এর গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

তথ্যপ্রযুক্তি, সংস্কৃত, প্রাণিবিদ্যা, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, লিবারেল আর্টস, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ, ইংরেজি, শিক্ষা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের মতে, এই কর্মশালা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ভবিষ্যতে স্টার্টআপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে ১০ দফা দাবি ”আমরা বাঙালি”-র, পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর

আগরতলা, ১ জুলাই: রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং রোগীদের দুর্ভোগ কমাতে ১০ দফা দাবি জানাল ”আমরা বাঙালি”। এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নও জরুরি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রধান রেফারেল হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে এবং এর পরিবর্তে তাঁদের ২০ শতাংশ আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এরপর থেকেই চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বার বন্ধ থাকায় বহু রোগী বাধ্য হয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভিড় করছেন। সংগঠনের দাবি, সোমবার থেকে জিবি হাসপাতালে রোগীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। আগে যাঁরা ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা নিতেন, তাঁরাও এখন সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু সেই তুলনায় হাসপাতালের পরিকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধি না হওয়ায় রোগীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এতে অসুস্থ রোগী, প্রবীণ ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলাদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

”আমরা বাঙালি”-র মতে, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সাধারণ মানুষের একাংশ বেসরকারি হাসপাতালের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবেন। তাই সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর শূন্যপদ দ্রুত পূরণ, বহির্বিভাগে রোগীদের বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ও পাখা স্থাপন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, টিকিট কাউন্টার ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার বৃদ্ধি, বহির্বিভাগে আরও বেশি চিকিৎসক নিয়োগ, চিকিৎসকদের জন্য আট ঘণ্টার শিফটভিত্তিক ডিউটি চালু, জুনিয়র চিকিৎসক ও পিজি শিক্ষার্থীদেরও শিফট ডিউটির আওতায় আনা, জিবি হাসপাতালসহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এক্স-রে ও রক্ত পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা। সংগঠনের দাবি, রোগী ও চিকিৎসকউভয়ের স্বার্থে এই দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মান আরও উন্নত হবে।

শান্তিরবাজার পৌর এলাকার উন্নয়নে বৃহৎ পরিকল্পনা, বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনে প্রশাসন ও পৌর প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুলাই: শান্তিরবাজার পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং সম্ভাব্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করলেন প্রশাসন ও পৌর পরিষদের প্রতিনিধিদের একটি দল। বুধবার শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে দেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁরা।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল শান্তিরবাজার মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ, নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ প্রকল্প, পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকা, শহরের বিভিন্ন সড়ক, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বাজার এলাকায় নতুন স্টল নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যান চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আরও উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, শান্তিরবাজার মহকুমাশাসক তরুণ কান্তি সরকার, পূর্ত দপ্তরের এসডিও প্রবীর বরণ দাস, ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য তথা সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক, ইঞ্জিনিয়ার অমল মজুমদারসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও পৌর আধিকারিকরা। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, শহরের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে সামনে রেখে একাধিক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজার এলাকার আধুনিকীকরণ, উন্নত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং যানবাহন ব্যবস্থাপনাকে আরও সুসংহত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। তাঁদের আশা, পরিকল্পিতভাবে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে শান্তিরবাজার পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং নাগরিক পরিষেবার মানও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

মোহরছড়া হাটে বাজার শেড নির্মাণ নিয়ে জটিলতা, বর্তমান স্থানেই উন্নয়নের দাবি

তেলিয়ামুড়া, ১ জুলাই: তেলিয়ামুড়া মহকুমার ঐতিহ্যবাহী মোহরছড়া সাপ্তাহিক হাটে দীর্ঘদিনের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে আধুনিক বাজার শেড নির্মাণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কৃষকরা। তবে প্রস্তাবিত স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উদ্বেগ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকদের স্পষ্ট দাবি, বাজার শেড নির্মাণ হলেও তা যেন বর্তমান মোহরছড়া বাজার এলাকাতেই করা হয়।

মোহরছড়া সাপ্তাহিক হাট বহু দশক ধরে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য বিপণন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। প্রতি সপ্তাহের বুধবার ও শনিবার বসা এই হাটে করইলং, ইচারবিল, ষোলঘরিয়া, বাইশঘরিয়া, ব্রহ্মছড়া, নয়নপুর, হাওয়াইবাড়িসহ বিস্তীর্ণ এলাকার শত শত কৃষক নিজেদের উৎপাদিত শাক-সবজি ও অন্যান্য কৃষিপণ্য নিয়ে আসেন। লাউ, পটল, ঝিঙে, শশা, কাঁচা লঙ্কা, বরবটি-সহ বিভিন্ন মৌসুমি সবজির বেচাকেনায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা হাট এলাকা।

স্থানীয়দের মতে, এই হাট শুধু কেনাবেচার কেন্দ্র নয়, বরং এলাকার কৃষি অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। অসংখ্য কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা এই হাটকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

তবে দীর্ঘদিন ধরে হাটটি তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়কের উপর বসায় প্রতি বুধবার ও শনিবার তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর ফলে সাধারণ যাত্রী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, সরকারি কর্মচারী এবং যানবাহন চালকদের ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পাশাপাশি হাটে বিশুদ্ধ পানীয় জল, পর্যাপ্ত শৌচাগার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্থায়ী বাজার শেডের মতো মৌলিক পরিকাঠামোরও অভাব রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকদের দাবি ছিল, মোহরছড়া এলাকায় একটি আধুনিক ও স্থায়ী বাজার শেড নির্মাণ করা হোক। তাঁদের মতে, এতে রাস্তার উপর হাট বসার প্রয়োজন হবে না, যানজট কমবে এবং নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশে কৃষিপণ্যের বেচাকেনা করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি আধুনিক বাজার শেড নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত স্থান হিসেবে বর্তমান মোহরছড়া বাজারের পরিবর্তে কমলনগর সংলগ্ন এলাকা বিবেচনা করা হচ্ছে। আর এই প্রস্তাবকেই ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কৃষকরা।

তাঁদের দাবি, কমলনগরের খুব কাছেই তোতাবাড়ি সাপ্তাহিক হাট বসে প্রতি মঙ্গলবার। দুটি হাটের দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও কম। ফলে পরপর দুদিন এত কাছাকাছি দুটি সাপ্তাহিক হাট বসলে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ভাগ হয়ে যেতে পারে। এতে কৃষকদের বিক্রিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এছাড়া বাজার শেড কমলনগরে নির্মিত হলে দূরবর্তী এলাকার কৃষকদের অতিরিক্ত পথ পাড়ি দিতে হবে। এতে পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা আরও আর্থিক চাপে পড়বেন বলে তাঁদের আশঙ্কা।

তাই কৃষকদের একটাই দাবি, আধুনিক বাজার শেড নির্মাণ অবশ্যই করা হোক, তবে সেটি যেন বর্তমান মোহরছড়া বাজার এলাকার আশপাশেই হয়। এতে একদিকে যেমন উন্নত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে কৃষকদের যাতায়াত ব্যয় কমবে এবং দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যারও কার্যকর সমাধান হবে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

দুই মেধাবী ছেলের স্বপ্নপূরণে সংগ্রামী মায়ের আকুতি, মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা চাইলেন চড়িলামের রত্না দাস সেনগুপ্ত

আগরতলা, ১ জুলাই: জীবনের প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে দুই ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করার স্বপ্ন নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সিপাহিজলা জেলার চড়িলামের রাজীব কলোনির বাসিন্দা রত্না দাস সেনগুপ্ত। স্বামীর পরিত্যক্ত হওয়ার পর একাই সংসারের হাল ধরেছেন তিনি। রাজমিস্ত্রির যোগালির কাজ এবং গবাদিপশু পালন করে দুই ছেলেকে মানুষ করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এই মা। তবে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কারণে এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। জানা যায়, রত্না দাস সেনগুপ্ত যখন তাঁর ছোট ছেলে সাগরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তখনই তাঁর স্বামী সংসার ছেড়ে চলে যান। এরপর থেকে একাই দুই সন্তানকে লালন-পালন ও পড়াশোনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন তিনি। সংসার চালাতে রাজমিস্ত্রির যোগালির কাজের পাশাপাশি গবাদিপশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

রত্নার বড় ছেলে সুব্রত সেনগুপ্ত বর্তমানে বিবিএমসি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। প্রতিদিন ভোরে মায়ের সঙ্গে গবাদিপশুর জন্য ঘাস সংগ্রহসহ সংসারের নানা কাজে হাত লাগিয়ে তারপর কলেজে যান।

অন্যদিকে, ছোট ছেলে সাগর সেনগুপ্তও পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী। তার ইচ্ছা বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে ভবিষ্যতে নিজের লক্ষ্য পূরণ করা। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে দুই ছেলের পড়াশোনার ব্যয় বহন করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে বলে জানান রত্না দেবী।

বুধবার সকালে চড়িলামের রাজীব কলোনিতে নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র আর্থিক অভাবের কারণে যেন দুই মেধাবী ছেলের পড়াশোনা ও স্বপ্ন থেমে না যায়। সরকার যদি পাশে দাঁড়ায়, তাহলে তাঁর সন্তানরা নিজেদের যোগ্যতায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

রত্না দাস সেনগুপ্তের এই সংগ্রামের কাহিনি ইতিমধ্যেই এলাকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দেরও আশা, সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এগিয়ে এলে দুই মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ আরও সুগম হবে।

এনসিসি ক্যাডেটদের জন্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শনীর আয়োজন আসাম রাইফেলসের

আগরতলা, ১ জুলাই: তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, সামরিক বাহিনী সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে আগরতলার শহীদ ভগত সিং যুব হোস্টেলে অনুষ্ঠিত কম্বাইন্ড অ্যানুয়াল ট্রেনিং ক্যাম্প-এ এনসিসি ক্যাডেটদের জন্য একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শনীর আয়োজন করল আসাম রাইফেলস। এই কর্মসূচিতে ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র ৫০০-রও বেশি ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহৃত আধুনিক পদাতিক অস্ত্র ও বিভিন্ন অপারেশনাল সরঞ্জাম সম্পর্কে ক্যাডেটদের বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। প্রদর্শনীতে অ্যাসল্ট রাইফেল, মেশিনগান, মর্টার, রকেট লঞ্চারসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শন করা হয়। আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা প্রতিটি অস্ত্রের ব্যবহার, পরিচালনা পদ্ধতি, কার্যক্ষমতা এবং বিভিন্ন অভিযানে সেগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে নিরাপদ ও তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনা করেন। এছাড়াও ক্যাডেটরা সরাসরি সেনা সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পায়। তারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার পাশাপাশি আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি ও তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণা লাভ করে। বিরল এই অভিজ্ঞতা পেয়ে ক্যাডেটদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

আসাম রাইফেলসের কর্মকর্তারা জানান, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজকে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিরক্ষা পরিষেবায় ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের উৎসাহিত করা। এ ধরনের জনসংযোগমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে আসাম রাইফেলস বেসামরিক সমাজ ও সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় নিরাপত্তায় অবদান রাখার মানসিকতা গড়ে তুলতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

”ডিজিটাল ইন্ডিয়া” সুশাসনের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে, নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: ”ডিজিটাল ইন্ডিয়া” কর্মসূচির ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার বলেছেন, এই উদ্যোগ ভারতের বিশ্বজুড়ে নতুন পরিচয় গড়ে তুলেছে। তাঁর মতে, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে গ্রহণ করে দেশবাসী ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার যে সংকল্প দেখিয়েছেন, তারই প্রতিফলন এই সাফল্য।

সমাজমাধ্যম ”এক্স”-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ’ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি। গত ১১ বছরে এটি দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও সহজ করে তুলেছে।’

তিনি আরও বলেন, ’যখন ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেন, তখন তার প্রভাব রূপান্তরমূলক হয়ে ওঠে।’

প্রধানমন্ত্রী জানান, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে ডিজিটাল লেনদেন”ডিজিটাল ইন্ডিয়া”র অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্বের নজর কেড়েছে। তিনি বলেন, ’”ডিজিটাল ইন্ডিয়া” উদ্যোগের ১১ বছর পূর্ণ হল। এই উদ্যোগ সুশাসনের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে, নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।’

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, স্বচ্ছতার সঙ্গে সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে সরকারি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া, নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রযুক্তি আজ মানুষের ”সহজ জীবনযাপন” নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, ”ডিজিটাল ইন্ডিয়া” দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহর পর্যন্ত উদ্ভাবনের নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকেরা বিশ্বজুড়ে নানা চ্যালেঞ্জের সমাধান তৈরি করছেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এই উদ্যোগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য এবং সরকারি পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে। পাশাপাশি শাসনব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, দক্ষ এবং সহজলভ্য করে তুলেছে। তিনি বলেন, ’ডিজিটাল ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে যে, ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সেমিকন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-সহ উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।’ প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, এই অগ্রগতি নতুন কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবে। প্রযুক্তি যাতে মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতায়িত করে এবং টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। গত ১১ বছরে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবস্থাগুলির একটি গড়ে তুলেছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিষেবার পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্ট ও ডিজিটাল সুশাসনের ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্বে অন্যতম অগ্রণী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ”ইন্ডিয়া স্ট্যাক” এখন একাধিক দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, নাগরিক-কেন্দ্রিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করছে।

বিলোনিয়ায় জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ জুলাই: ১লা জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবস। এই জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে বিলোনীয়া শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের উদ্যোগে আগরতলা বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহায়তা স্বাস্থ্য ও দন্ত চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সকাল এগারোটায় বিলোনিয়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম প্রাঙ্গণে বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনের অধক্ষের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের সূচনা করেন। প্রদীপ প্রজ্জলনের পর বিশিষ্ট চিকিৎসক দের স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহন করার জন্য উপস্থিত সকল অংশের জনগণ সুশৃঙ্খল ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে রেজিষ্ট্রেশন করে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহন করে।

স্বাস্থ্য শিবিরের মাঝে আগরতলা বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনের অধক্ষ্য আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন জীবে সেবা করাই মূল লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য কে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের স্বাস্য শিবির করা হয়ে থাকে।বিশেষ করে দাঁতের উপর মানুষকে সচেতন করা একান্ত দরকার, দাঁতের বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যাবসা সম্পন্ন একটি মোবাইল বাস ,সে বাসটি এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার দের সঙ্গে নিয়ে সারা ত্রিপুরাতে পরিষেবা দেওয়া হয়। গত কাল মেলাঘরে এধরনের চিকিৎসা পরিসেবা দিয়েছেন আগরতলা বিবেক নগরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। মহারাজ সকলের আরোগ্য কামনা করেন ।বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করা এবং রোগীদের মধ্যে ঔষধ বিতরন করা হয়। বিলোনীয়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনের শুভ করানন্দ জী মহারাজ,সুনিশ্চিদানন্দজী মহারাজ,ডাক্তার প্রসূন ঘোষ(মেডিসিন), ডাক্তার প্রদীপ সাহা(দন্ত চিকিৎসক), ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র নমঃ, বিলোনীয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক সভাপতি লক্ষ্মন মালাকার, হারাধন মজুমদার সহ আশ্রমের ভক্তগন ।স্বাস্থ্য পরিষেবা কে হাতের কাছে পেয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেকে খুশি, আশ্রমের এই ধরনের উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ জানান।

ধর্মনগরে মর্যাদার সঙ্গে পালিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী, আদর্শ চর্চায় জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুলাই: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ও জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বুধবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর জেলা কমিটি। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা ড. মুখার্জির বর্ণাঢ্য কর্মজীবন, জাতীয়তাবাদী দর্শন, শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, বিজেপির উত্তর জেলা সভাপতি কাজল দাস-সহ দলের একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। সভা শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

শান্তিরবাজারে চুরি যাওয়া বাইক ২৪

● আটের পাতার পর

মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মোটরসাইকেলের মালিক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দ্রুত বাইক উদ্ধার করায় শান্তিরবাজার থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারেরও দাবি জানান তিনি।

স্থানীয়দের একাংশের মতে, শান্তিরবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজু দত্ত এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। বাইক উদ্ধারের এই ঘটনায় পুলিশের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

াঙ্গন

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসে নেপথ্য নায়ক হিসেবে আত্ম বন্দনা

।। সুপ্রভাত দেবনাথ।।

আজ, ২রা জুলাই, বিশ্বজুড়ে মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। ১৯২৪ সালের এই দিনে ফ্রান্সের প্যারিসে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই সংস্থার একজন একনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করছি। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং ক্রীড়া সাংবাদিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালন করা হয়।খেলার মাঠের উত্তেজনা, জয়-পরাজয়ের আবেগ আর খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রমের গল্প যাঁরা দিন-রাত এক করে সাধারণ মানুষের দরবারে পৌঁছে দেন, তাঁরাই হলেন ক্রীড়া সাংবাদিক। রোদ, ঝড়-বৃষ্টি কিংবা প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে মাঠের সঠিক তথ্যটি তুলে ধরাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। বর্তমান ক্রীড়াবিশ্বে শুধু খেলার খবর দেওয়াই নয়, বরং খেলার পেছনের রাজনীতি, দুর্নীতি ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে কলম ধরে ক্রীড়া সাংবাদিকরা এক অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বিশ্বজুড়ে এই দিনে সেমিনার, প্যানেল আলোচনা এবং প্রবীণ সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানানো হয়।প্রতিবছরের মতো এবারও ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব দিনটি সারা বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রেখে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিপালনের উদ্যোগ নিয়েছে। সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া -এর নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি রাজ্যের অনুমোদিত ক্লাবগুলোর মতো ত্রিপুরাতেও আগামীকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব রাজ্যে ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ ও সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। সারা দেশ জুড়ে আগামীকালকের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্রীড়া সাংবাদিকতার বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা এবং রাজ্যের প্রবীণ ও কৃতি ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন।এই আয়োজন শুধু সাংবাদিকদের মিলনমেলাই নয়, বরং রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক নতুন অঙ্গীকার।খেলার মাঠের রোমাঞ্চকে সাধারণ মানুষের ড্রয়িংরুমে জীবন্ত করে তোলার পেছনে যে কলম ও ক্যামেরা নিরন্তর কাজ করে যায়, এই দিনটি সেই নেপথ্য নায়কদের। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসে ত্রিপুরাসহ সারা বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সঙ্গে আত্ম অভিনন্দন।

এফিডেভিট

আমি, শ্রী অমিত ভট্টাচার্য, পিতা-প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য, স্থায়ী ঠিকানা — জোনপুর রোড, কাঁচরাপাড়া, বিজপুর, থানা: বিজপুর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন—৭৪৩১৪৫, ধর্মে হিন্দু, পেশায় ব্রহ্মচারী, বয়স প্রায় ৪৯ বছর, ভারতীয় নাগরিক, এই মর্মে সশপথে ঘোষণা ও প্রত্যয়ন করছি, আমার সকল সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য নথিপত্রে আমার নাম শ্রী অমিত ভট্টাচার্য, পিতা-প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
আমি স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং কারও প্ররোচনা বা চাপ ব্যতিরেকে আমার পূর্ববর্তী নাম শ্রী অমিত ভট্টাচার্য পরিত্যাগ করে অদ্য হইতে সর্বত্র আমার নতুন নাম বন্ধু শরণানন্দ ব্রহ্মচারী (Bondhu Sharananda Brahmachari) নামে পরিচিত হব এবং ভবিষ্যতে সকল সরকারি, বেসরকারি, আইনগত ও অন্যান্য সকল নথিপত্রে এই নামই ব্যবহার ও স্বাক্ষর করব।
অতএব, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে আমাকে বন্ধু শরণানন্দ ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত ও গ্রহণ করবেন। এই মর্মে আমি ২৫ জুন, ২০২৬ আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরায় নোটারি পাবলিকের সম্মুখে এই এফিডেভিটে স্বাক্ষর করিলাম।

রাজ্য ক্রিকেটে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে জয়ে লীগ শুরু কাঞ্চনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।বল হাতে দুরন্ত রাহুল রিয়াং। রাহুলের আগুন ঝরানো বোলিংয়ে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো কাঞ্চনপুর মহকুমা। তিন উইকেটে পরাজিত করল গন্ডাছড়া মহকুমাকে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। আমজুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিজয়ী দলের রাহুল রিয়াং ৬ উইকেট দখল করেন।বুধবার সকালে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে রাহুলের সাঁড়াশি আক্রমণে মাত্র ১৩৩ রানে গুটিয়ে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা। দলের পক্ষে শেখর দেব ৭০ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭, প্রলয় দাস ২০ বল খেলে ১টি বাউন্ডারিও ২টি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২১ এবং হেমন্ত চাকমা ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাত্তে পায় ১৬ রান।কাঞ্চনপুর মহকুমার পক্ষে রাহুল ১৩ রানে ৬ টি উইকেট দখল করেন। জবা বে খেলতে নেমে কাঞ্চনপুর মহকুমা ৩০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।দলের পক্ষে সুদীপ্ত নাথ ৩১ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২২, অনুকূল নাথ ৩১ বল খেলে ২টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, কৃষাণ দেব ১৮ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং জুয়েল দেব ১৯ বল খেলে ২টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৭ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। গন্ডাছড়া মহকুমার পক্ষে প্রলয় দাস ৩২ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ শেষের পথে আগস্টের মধ্যেই সম্পূর্ণ প্রস্তুতির লক্ষ্য টিসিএ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। ত্রিপুরার ক্রীড়া পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের রূপ নিতে চলেছে নরসিংগড়ে নবনির্মিত ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আজ, বুধবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। টিসিএ সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সচিব সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী এবং জেনারেল বডির মেম্বারদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, রাম কৃপাল সিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার অধীনে নির্মীয়মাণ এই মেগা প্রকল্পের মোট বরাদ্দ বি.ও.কিউ মূল্য ১৮৫ কোটি ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৫৮ টাকা। ইতিমধ্যেই গত ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সামগ্রী সরবরাহ সহ আনুমানিক ১৭৮ কোটি টাকার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা মোট প্রকল্পের সিংহভাগ।সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেডিয়ামের কাজের অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরে জানানো হয়, ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত মোট ১৫১ কোটি টাকার কাজ হয়েছিল, যার মধ্যে চূড়ান্ত ফিনিশিং আইটেমের কাজ ছিল ১১৪ কোটি টাকার এবং লিফট, সেন্ট্রালাইজড এয়ার কন্ডিশন, ফ্লাড লাইট, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য খরচ হয়েছিল ৩৭ কোটি টাকা। এরপর গত বছরের জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত আরও প্রায় ২৭ কোটি টাকার কাজ করা হয়েছে। বর্তমানে মূল বাজেটের মাত্র ৭ কোটি টাকার কাজ বাকি রয়েছে, যার জন্য প্রয়োজনীয় সাব-এজেন্সি নিয়োগ এবং মালপত্র সরবরাহের অর্ডার ইতিমধ্যেই দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আইবিএমএস, এয়ার কন্ডিশনিং, মেইন ও মিডিয়া প্যাভিলিয়নের ছাদ তৈরি, এসিপি, ফলস সিলিং এবং ফায়ার ফাইটিংয়ের মতো ফিনিশিং পর্যায়ের কাজগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি ফ্লাড লাইটের জন্য ৬টি হাই-মাস্টের ফাউন্ডেশন তৈরি এবং আলোগুলি মাঠে নিয়ে আসা হয়েছে, যা খুব দ্রুত প্রতিস্থাপন করা হবে।নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে টিসিএ-কে দেওয়া কাজের চূড়ান্ত সময়সীমা বা ডেডলাইনও আজ স্পষ্ট করা হয়েছে। আগামী ২০ জুনের মধ্যে জেনারেল স্ট্যান্ড গ্যালারি এবং প্রিমিয়াম সিটিং-টু এর কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল, যার পর এখন আগামী ২০ জুলাইয়ের মধ্যে মিডিয়া প্যাভিলিয়ন এবং টিভি প্রোডাকশন বিল্ডিংয়ের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করা হবে। এরপর আগামী ৩১ আগস্ট-এর মধ্যে স্টেডিয়ামের বাকি সমস্ত অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে তা পুরোপুরি প্রস্তুত করে দেওয়া হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। টিসিএ-র কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করে রাজ্যবাসীকে একটি বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উপহার দেওয়া সম্ভব হবে।

সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে ইউ: ফ্রেন্ডসকে হারালো কর্নেল সি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।হোঁচট খেলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে পরাজিত হলো কর্নেল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বুধবার মনোজিৎ দাসের দল কর্নেল কোচিং সেন্টার ৮০ রানে পরাজিত করে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে। আসরে দু''দলই তিনটি করে ম্যাচ খেলে দুটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কর্নেল কোচিং সেন্টার নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করে। দলের পক্ষে নারিয়া দেববর্মা ৩৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, নিকিতা দেবনাথ ১৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, ঋষিতা সূত্রধর ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং পৌষালী দত্ত ২২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৩ রান। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর পক্ষে তানিশা ভৌমিক ২৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মাত্র ৫৬ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দল সর্বাধিক ১৫ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে তানিশা ভৌমিক ১২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং অর্পিতা সরকার ১৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। কর্নেল কোচিং সেন্টারের পক্ষে নিকিতা সরকার ৭ রানে তিনটি, পৌষালী দত্ত ২ রানে এবং তানিয়া দেব ১১ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ধর্মনগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ধর্মনগর মহকুমা।বুধবার বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ধর্মনগর মহকুমা ৬ উইকেটে পরাজিত করে আমবাসা মহকুমাকে। শুভদীপ এস এর দুরন্ত বোলিংয়ে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে আমবাসা মহকুমা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে। দলের পক্ষে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ৫৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, দেবোত্তম দেব ৪৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, ফনি ভূষণ দেব ৬০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং করন পাল ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২০ রান করেন। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে শুভদীপ ৩৪ রানে ৫টি এবং দীপ শর্মা ২৬ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা ২৩.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সুমিত কুমার মালাকার ৫০ বল খেলে ৮টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং ধানবীর সিং ২০ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৩১ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে সুপ্রিয় দাস ৩৯ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন। আমবাসা মহকুমার পক্ষে মনিষ রুদ্র পাল ৬২ রানের ২টি উইকেট দখল করেন।

প্রগতি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।জয়ের হ্যাটট্রিক করলো শক্তিশালী তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টার।বুধবার তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টার অনায়াসেই পরাজিত করে প্রগতি প্লে সেন্টারকে। ১৭৩ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন বিজয়ী দলের দুই ওপেনার ঝুমকি দেবনাথ এবং ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া শতরান করেছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টারের বোলারদের নির্বিষ বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টার ২১৬ রান করে। শুরু থেকেই দুই ওপেনার ছিলেন মারমুখি মেজাজে। ইন্দ্র রাণী ৬১ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৭ রানে এবং ঝুমকি ৬০ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০০ রানে অপরাজিত থেকে যান। বিশাল রানের জবাবে খেলতে নেমে স্কোর বোর্ড সচল রাখা থেকে উইকেটের টিকে থাকার উপর বেশি নজর দেন প্রগতি প্লে সেন্টারের ক্রিকেটাররা। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৪৩ রান করতে সক্ষম হয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে অপর্না নাগ ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টারের পক্ষে রুম্পা সিং দুই রানে এবং সায়ন্তিকা ঘোষ আট রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

ক্বাতালের ৪ গোল : অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার লিগে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ ''বি''-র শেষ তথা ২১তম ম্যাচে এক দাপুটে জয় তুলে নিল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। সাই এসটিসি-র মুখোমুখি হয়ে জম্পুইজলা ৫-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয় নথিভুক্ত করেছে। ম্যাচের শুরু থেকেই জম্পুইজলার আক্রমণভাগের সামনে খেই হারিয়ে ফেলে সাই-এর রক্ষণভাগ। জম্পুইজলার হয়ে একাই চার-চারটি গোল করে ম্যাচের নায়ক বনে যান ক্বাতাল জমাতিয়া। ম্যাচের ১৩ মিনিটে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ক্বাতাল। এরপর ৪১ মিনিটে সাই-এর পক্ষে চং ক্রাং রিয়াং গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরালেও, সেই স্বস্তি বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৪৪ এবং ৪৬ মিনিটে ব্যাক-টু-ব্যাক গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পাশাপাশি দলকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ক্বাতাল। এখানেই থামেননি তিনি, ম্যাচের ৮১ মিনিটে নিজের চতুর্থ ও দলের পঞ্চম গোলটি করেন এই স্ট্রাইকার। একদম শেষ মুহূর্তে, ইনজুরি টাইমে (৯০+১ মিনিটে) পহর জমাতিয়া আরও একটি গোল করলে ৫-১ ব্যবধানে সাই-কে পরাস্ত করে মাঠ ছাড়ে জাম্পুইজলা।এই দুর্দান্ত জয়ের সাথে সাথেই গ্রুপ ''বি''-র অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সুপার লিগের টিকিট পাকা করল জাম্পুইজলা প্লে সেন্টার। টুর্নামেন্টে মোট ৬টি ম্যাচ খেলে ৫টি জয় এবং ১টি ড্র-সহ সর্বোচ্চ ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে শেষ করল তারা। জম্পুইজলার এই মরশুমের সফর ছিল এককথায় অনবদ্য। নিজেদের প্রথম ম্যাচে সবুজ সংঘকে ৩-০ গোলে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ইয়ুথ ক্লাবকে ২-০ গোলে হারায় তারা। তৃতীয় ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে জয় পেলেও, চতুর্থ ম্যাচে কেশব সংঘের সাথে গোলশূন্য ড্র করতে হয়েছিল তাদের। তবে পঞ্চম ম্যাচে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরে তারা। আর শেষ ম্যাচে সাই-এর বিরুদ্ধে এই বিধ্বংসী জয় দলটির আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিল।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত ব্লাডমাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।মহিলা ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব। বুধবার ব্লাড মাউথ ক্লাব ১২৩ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে বিদ্যাসাগর ইউএমবি দলকে। এ দিনের জয়ের ফলে হ্যাটট্রিক করল ব্লাড মাউথ ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। নরসিংগড় টি আই টি মাঠে বুধবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব নির্ধারিত উপরে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে। দলের পক্ষে অনামিকা দাস ৩৩ বল খেলে ৩৩, অম্বিকা দেবনাথ ২৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, নিকিতা দেবনাথ ২০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং দেবাদৃতা দেব ১৭ বল খেলে ১৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। বিদ্যাসাগর ইউএনবি দলের পক্ষে তৃষ্ণা দাস ৩৫ রানে এবং তৃষা দাস ৩৮ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বিদ্যাসাগর ইউ এমবি দল নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৭ রান করে। দল সর্বোচ্চ ২০ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। ব্লাড মাউথের পক্ষে অম্বেশা দাস তিন রানে, অন্তরা দাস তিন রানে এবং পায়েল নম চার রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

দল জিততেই জাপানের ফুটবলারকে অপমান ! বিশ্বকাপে বিতর্কে ব্রাজিলের কুনহা

বিশ্বকাপে বিতর্কে জড়ালেন ব্রাজিলের স্ট্রাইকার ম্যাথেউস কুনহা। তাঁর বিরুদ্ধে জাপানের এক ফুটবলারকে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে। রাউন্ড অফ ৩২-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল-জাপান। ওই ম্যাচের পর কুনহার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।জাপানের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ব্রাজিলের। একটা সময় পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল ব্রাজিল। শেষ মুহূর্তের গোলে প্রিকোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা। এই ম্যাচে জাপানের কেন্তো শিয়োগাইকে করা তাঁর একটি অঙ্গভঙ্গিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সমালোচনার মুখে পড়েছেন কুনহা।ঘটনাটি ঘটেছিল সংযুক্ত সময়ে। যা টেলিভিশনের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল। পরে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ঘটনার ভিডিয়ো। জয়সূচক গোলের পর নিজের জার্সিতে ব্রাজিলের লোগো এক হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন। সে সময় তাঁর অন্য হাতটি ছিল শিয়োগাইয়ের দিকে তাক করা। মুখেও কিছু বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কুনহার এই আচরণের সমালোচনা শুরু হয়েছে। ম্যাচের আগে ব্রাজিলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন শিয়োগাই। তিনি বলেছিলেন, "ব্রাজিল এখন আর আগের মতো নেই। ওরা এখন আর বিশ্ব ফুটবলের মহাশক্তি নয়।" মনে করা হচ্ছে, জয়সূচক গোলের পর জাপানের ফুটবলারকে তাঁর সেই মন্তব্যের জবাব তির্যক ভাবে দিয়েছেন কুনহা। পাঁচ আঙুল দিয়ে হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন, ব্রাজিল পাঁচ বার বিশ্বকাপ জিতেছেন।বিতর্ক তৈরি হওয়ায় সমাজমাধ্যমে ওই আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কুনহা। ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারের বক্তব্য, "সকলকে সম্মান দিয়েই বলতে চাই, জাপানের একজন ফুটবলার যদি এত সফল ব্রাজিল দলকে নিয়ে এমন মন্তব্য করে, তা হলে মেনে নেওয়া কঠিন। ব্রাজিলের কেউ করলে আমরা মেনে নিই। কিন্তু বাইরের কেউ সমালোচনা করলে আমরা একসঙ্গে জবাব দিই।" তিনি আরও বলেছেন, "এটা জার্সির সম্মানের ব্যাপার। আমাদের আগে যাঁরা এই জার্সি পরেছেন, তাঁদের ঐতিহ্য বহন করছি আমরা। এই পর্যন্ত পৌঁছোতে আমাদের অনেকটা পথ পেরোতে হয়েছে। সেটার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত।" নাম না করে কুনহা যে শিয়োগাইকেই জবাব দিয়েছেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি ফুটবলপ্রেমীদের। তবু মাঠে তাঁর আচরণ মেনে নিতে পারেননি তাঁদের একাংশ।ব্রাজিলীয়কে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

নিখুঁত, তীক্ষ্ণ, দ্রুত, পরিকল্পিত! বিশ্বকাপের নকআউটে নতুন ফ্রান্স সুইডেনের ভাল ফুটবলও পাত্তা পেল না এমবাপে, ওলিসেদের সামনে

ফুটবল কত সুন্দর হতে পারে, সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রতি মিনিটে বুঝিয়ে দিলেন কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসেরা। সুইডিসেরা খারাপ খেলেছেন, এমন নয়। কিন্তু ফ্রান্সের নিখুঁত টোটাল ফুটবলের সামনে দাঁড়াতে পারেননি।

নকআউট পর্বের ফ্রান্স আলাদা। যে কোনও দলকে হারাতে পারে। বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম প্রধান দাবিদার। দিদিয়ের দেশঁর দলকে হারাতে হলে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাকেও নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে। লিয়োনেল মেসি বা ভিনিসিয়াস জুনিয়র একা এই ফ্রান্সকে রুখতে পারবেন না। নিখুঁত, তীক্ষ্ণ, দ্রুত, পরিকল্পিত ফুটবল খেলল ফ্রান্স। দেশঁ যেন কম্পিউটার পোগ্রামিং করে দল নামিয়ে ছিলেন। সুইডেনের ভাল ফুটবলও খারাপ লাগল।

দিনটা ছিল আসলে ওলিসের। তিনিই সুইডেনকে সবচেয়ে বিব্রত করলেন। খেলা তৈরি করলেন, গোলের ঠিকানা লেখা পাস বাড়ালেন, নিজে একাধিক দুরন্ত শট মারলেন। কিন্তু গোল পেলেন না। কখনও পোস্টে লেগে ফিরল বল। কখনও সুইডেনের গোলরক্ষক বাঁচিয়ে দিলেন। এমবাপের কথাও বলতে হবে। জোড়া গোল করলেন। বিশ্বকাপে ১৮টি গোল হয়ে গেল তাঁর। মেসিকে তাড়া করছেন। বিশ্বকাপ ফাইনাল পর্যন্ত চলতে পারে দুই প্রাক্তন সতীর্থের গোলের লড়াই। বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা লড়াইয়ের হ্যাটট্রিক হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

রক্ষণ, মাঝমাঠ এবং আক্রমণ ফুটবলের তিন বিভাগেই নিখুঁত ছিল ফ্রান্স। তেল দেওয়া মেশিনের মতো মাঠের সব প্রান্তে দৌড়ে বেড়িয়েছেন ফরাসি ফুটবলারেরা। নিজেদের মধ্যে ছোট-বড় নিখুঁত পাস খেলেছেন। প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিতে নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করেছেন। পায়ে অযথা বল রাখেননি। সবচেয়ে ভাল জায়গায় থাকা সতীর্থকে মুহূর্তে খুঁজে নিয়েছেন। সেরা ফুটবল খেলার জন্য যা যা করা দরকার সব করেছেন। ম্যাচের শুরু থেকেই করেছেন। তবু প্রথম গোল পেতে ফ্রান্সকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। গোলের ভাল ভাল সুযোগ তৈরি হলেও কাজের কাজ হচ্ছিল না। ২০ মিনিটে অফসাইডের জন্য বাতিল হয়ে যায় এমবাপের গোল। ৩২ মিনিটে ওলিসের কাছ থেকে বল পেয়ে দুরন্ত শট মেরেছিলেন এমবাপে। পোস্টে লেগে ফিরে আসে বল। ৩৬ মিনিটে ওলিসের বাইসাইকেল কিকও পোস্টে ফেরে। এর ১ মিনিট পরেই উসমান দেম্বেলের শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। সুইডেনের ডিফেন্স বার বার ভেঙেও গোল হচ্ছিল না।

ফ্রান্সের প্রথম গোল সেটপিসের ফসল। ছোট কর্নারের পর দেম্বেলের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের মধ্যে সুইডেনের দু'জন ফুটবলারকে কাটিয়ে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। প্রথমার্ধথে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ফ্রান্সকে দ্বিতীয়ার্ধে আরও বিপজ্জনক দেখিয়েছে। ৫৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ফ্রান্স। ওলিসের পাস থেকে গোল করেন ব্র্যাডলি বার্কোলা। তাঁর দুরন্ত ফিনিশিংও মনে রাখার মতো। ৭৪ মিনিটে ফ্রান্সকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এমবাপে। এই গোলেও ওলিসের অবদান। তাঁর ডিফেন্স চেরা পাস থেকে গোল না করে উপায় ছিল না এমবাপের ! ছ'নম্বর গোল করে এ বারের বিশ্বকাপে সোনার বুটের দৌড়ে ছুঁয়ে ফেললেন মেসিকে। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে তাঁর গোল সংখ্যা হল ১৮। শুধু নকআউটেই রেকর্ড ১০টি। নজির গড়লেন ওলিসেও। এ বারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি গোল করালেন সতীর্থদের দিয়ে। যা সর্বোচ্চ। ওলিসেই হলেন দেশঁর দলের ব্যান্ড মাস্টার। সম্ভবত জীবনের সেরা ফর্মে রয়েছেন তিনি।

সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী হালান্ডদের !

নকআউট পর্বের প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে খেলা একাদশ প্রায় বদলে ফেলেছিলেন নরওয়ের কোচ। আর্লিং হালান্ড, মার্টিন ওদেগার্ডদের আইভোরি কোস্টের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই নামিয়ে ছিলেন। তাতেই বদলে গেল দলের খেলা। গোলের একাধিক সুযোগ নষ্ট করেও নরওয়ে পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে। খেলার ফল নরওয়ের পক্ষে ২-১। ১৯৯৮ সালের পর প্রথম বার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছোল নরওয়ে। পরের ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ব্রাজিল।

ম্যাচের প্রথম থেকেই দাপট ছিল নরওয়ের। একের পর আক্রমণ তৈরি করেছেন হালান্ডেরা। যত আক্রমণ তৈরি হয়েছে, তত সুযোগও নষ্ট হয়েছে। হালান্ড একাই নষ্ট করেছেন অন্তত তিনটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ। কখনও বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি। কখনও প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের গায়ে শট মেরেছেন। নরওয়ের আগ্রাসী ফুটবলের জবাবে কিছুটা রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েছিল আইভোরি কোস্ট। প্রতি আক্রমণে উঠে বেশ কয়েক বার বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে আফ্রিকার দেশটিও।আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে দৃষ্টিনন্দন ফুটবল উপহার দিয়েছে দু'দলই। খেলায়। পরিকল্পনার ছাপ ছিল স্পষ্ট। প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙার ক্ষেত্রেই হোক বা আক্রমণ তৈরির ক্ষেত্রে, দু'দল পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবু নরওয়ের আধিপত্য ছিল বেশি। অন্তত আধ ডজন গোলে জেতা উচিত ছিল তাদের। আবার নরওয়ের গোলরক্ষক নিলান্ড কয়েক বার দলের পতন আটকেছেন। বিশেষ করে ম্যাচের শেষ ১০ মিনিট তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে না পারলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতেও পারত। গোলের জন্য নরওয়েকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ম্যাচের ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে নরওয়েকে এগিয়ে দেন আন্তোনিও নুসা।

সরকারের প্রকল্পগুলি দ্রুত এসসি অংশের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে একটি রূপরেখা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: তপশিলিজাতিকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: তপশিলিজাতি অংশের মানুষের ও ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক, কর্মচারি সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি দ্রুত এসসি অংশের জনগণের কাছে পৌছে দিতে একটি রূপরেখা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য একটি সর্বাঙ্গীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালায় তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের রাজ্যভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ভাস্বর ভট্টাচার্য, উপ অধিকর্তা প্রদীপ রিয়াং, জেলা কল্যাণ আধিকারিক, মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক ছাড়াও শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, পূর্ত প্রভৃতি দপ্তরের আধিকারিকগণ অংশ নেন। পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এই পর্যালোচনা সভায় গত অর্থবছরে নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণে কতটা সফলতা এসেছে, কোন কোন স্তরে অসম্পূর্ণতা রয়েছে তার মূল্যায়ণ করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে ৩৪টি তপশিলিজাতি সম্প্রদায়ের জনগণ বাস করেন। রাজ্য সরকার তপশিলিজাতি অংশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বরোজগারী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। পর্যালোচনা সভায় তিনি প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা, প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদ্বয় যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী তপশিলিজাতি বিকাশ যোজনা, বিভিন্ন স্কলারশিপ, নিউক্লিয়াস বাজেট, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি প্রকল্প বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি রাজ্যের প্রতি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী তপশিলিজাতি বিকাশ যোজনা বিষয়ক কর্মশালা করার পরামর্শ দেন।

পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার তপশিলিজাতির জনগণের কল্যাণে গৃহীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পর্যালোচনা সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করেন তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ভাস্বর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ১৭ হাজার ৫৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রিমেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে নবম ও দশম শ্রেণির ৭৬২৪ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। একাদশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পড়ুয়া ২০ হাজার ৯৪ জন ছাত্রছাত্রীকে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রফেশন্যাল কোর্সে পড়ুয়া ৫৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৩৫৪ জন ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। ড. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৭১৭২ জন ছাত্রছাত্রীকে। ড. আম্বেদকর স্মৃতি বিশেষ মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ২ জনকে। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনায় পোল্ট্রি মোরগ, হাঁসপালনে ও ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ১৯২৮ জনকে সহায়তা করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে মহারাজগঞ্জ মৎস্য বাজার, পেঁচারদহর ওয়াটারবডি এবং বাতাসিডেপা ওয়াটারবডি উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই তিনটি প্রজেক্টে ৭২৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ইন্টারকাষ্ঠ ম্যারেজে ২৭টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদ্বয় যোজনায় রাজ্যের ৩৩টি গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। পাবিয়াছড়া এবং রাঙামাটি এসসি গার্লস হোস্টেল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩২টি হোস্টেলে কোর সাবজেক্টের জন্য ১১৯ জন শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়া তিনি বাবু জগজীবন রাম স্মৃতি ছাত্রাবাস যোজনা, স্ব-উদ্যোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন, ত্রিপুরা তপশিলিজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের ঋণ আদায় প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের আধিকারিকগণ তাদের গৃহীত প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সাত দফা দাবিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই-এর

আগরতলা, ১ জুলাই: বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। রাজধানীর গুর্খাবস্তিস্থ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল সাত দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব, সভাপতি পলাশ ভৌমিকসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নবারুণ দেব জানান, পশ্চিম ত্রিপুরার হাপানিয়া এলাকার এক শিশু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। তার চিকিৎসার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ওই শিশুর সম্পূর্ণ চিকিৎসার দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করুক এই দাবি স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে জানানো হয়েছে।

এছাড়াও জিবি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকটের বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিকর্তার নজরে আনা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিয়মিত রক্তদান শিবির আয়োজন করা যায় এবং রক্তের ঘাটতি দূর করা সম্ভব হয়, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্মারকলিপিতে উত্থাপিত সাত দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নয়ন ঘটানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

শান্তিরবাজারে চুরি যাওয়া বাইক ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

শান্তিরবাজার, ১ জুলাই: চুরি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে শান্তিরবাজার মাছ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি পালসার মোটরসাইকেল চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পরই বাইকের মালিক শান্তিরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তে নামে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। বুধবার ভোরে দেবীপুর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তল্লাশি ও তদন্ত চলছে। উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলটি প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক সংকটে উত্তাল লক্ষণছেপা

সকাল থেকেই স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ জুলাই: শিক্ষক সংকট, মিড-ডে মিলের অস্বাস্থ্যকর রান্নাঘর এবং দীর্ঘদিনের অব্যবস্থার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল কৈলাসহরের চিনিবাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুল খোলার আগেই বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন অভিভাবকরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং বিদ্যালয়ের গেট খুলে দেওয়া হয়।

অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চালাতে বর্তমানে মাত্র দুজন শিক্ষক রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই শিক্ষক স্বল্পতার কারণে খুদে পড়ুয়াদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বারবার শুধু আশ্বাস মিলেছে, বাস্তবে সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই অভিযোগ তাদের।

শুধু শিক্ষক সংকট নয়, বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিভাবকরা। তাদের দাবি, রান্নাঘরটি অত্যন্ত নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়েছে এবং যেকোনো সময় সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

স্কুল খোলার আগে গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা আইএস রাধন ত্রিপুরা। তিনি বিক্ষুব্ধ অভিভাবকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং তাদের অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পরে তিনি অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন যে, আগামী এক মাসের মধ্যে শিক্ষক সংকট দূর করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যারও প্রয়োজনীয় সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে বিদ্যালয়ের গেট খুলে দেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণে ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ, অতিরিক্ত জেলাশাসকের দ্বারস্থ বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটি

চড়িলাম , ১ জুলাই: জাতীয় সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের জেরে সম্ভাব্য উচ্ছেদের মুখে পড়া ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্তের দ্বারস্থ হল বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী কমিটি।

বুধবার অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা দাবি জানান, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ফলে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের বহু দোকানঘর ভেঙে যেতে পারে। এতে বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর জীবিকা সংকটের মুখে পড়বে। তাই প্রশাসন যেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক লিটন দেবনাথ জানান, অতিরিক্ত জেলাশাসক তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্বের সঙ্গে শুনেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে খুব শিগগিরই বিশালগড় মহকুমাশাসক বাজার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং তাঁদের সমস্যাগুলি শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ব্যবসায়ীরা আশা প্রকাশ করেছেন, প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সমাধান বেরিয়ে আসবে, যাতে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জীবিকা ও স্বার্থও সুরক্ষিত থাকে।

কেন্দ্রের কাছে ৮৭২ কোটি টাকার দাবি ত্রিপুরার, গ্রামীণ উন্নয়নে একাধিক প্রস্তাব মন্ত্রী কিশোর বর্মনের

আগরতলা, ১ জুলাই: কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দু"দিনব্যাপী জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন সম্মেলনে ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মন রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব কেন্দ্রের সামনে তুলে ধরেন।

কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে দেশের ২৯টি রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিশোর বর্মন জানান, "বিকশিত ভারত — গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)" বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, প্রকল্পটি ১ জুলাই ২০২৬ থেকে চালু করার লক্ষ্যে সমস্ত প্রশাসনিক, আর্থিক ও আইনি প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং "বিকশিত ভারত"-এর লক্ষ্য পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

এদিন কেন্দ্রের কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ ত্রৈমাসিকের জন্য ৪৮২ কোটি টাকা দ্রুত বরাদ্দ, এবং পূর্ববর্তী মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন-এর আওতায় উপকরণ বাবদ বকেয়া প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা দ্রুত মঞ্জুর করার আবেদন।

এছাড়াও জল সংরক্ষণ, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবিকাভিত্তিক প্রকল্প এবং জলবায়ু সহনশীলতা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি প্রশাসনিক নমনীয়তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান তিনি।গ্রামীণ আবাসন প্রসঙ্গে কিশোর বর্মন জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার যোগ্য পরিবার স্থায়ী আবাসনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর অধীনে চলতি অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার বাড়ি অনুমোদনের দাবি জানান তিনি।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা -এর আওতায় এনবিসিসি এবং এইচএসসিএল -এর মতো সংস্থা থেকে হস্তান্তরিত গ্রামীণ সড়কের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক সহায়তা চেয়েছেন মন্ত্রী। সম্মেলনের শেষে কিশোর বর্মন বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার গ্রামীণ উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে এবং "বিকশিত ভারত" গঠনের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

চলতি অর্থবর্ষে বকাফা কৃষি মহকুমায় ৩০ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েল চাষের লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে বকাফা কৃষি মহকুমায় চলতি অর্থ বছরে ৩০ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েল চাষ করা হবে। এর জন্য কৃষি দপ্তর থেকে প্রত্যেক কৃষককে বিনামূল্যে হেক্টর প্রতি ১৫০টি করে পাম ওয়েল গাছের চারা দেওয়া হবে। পাম ওয়েল চাষের সাথে অন্যান্য ফসল চাষের জন্য ১০,০০০ টাকা করে পাম ওয়েল চাষীদের দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রাণী পালনের জন্য পাম ওয়েল চাষীগণ ১০, ০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবেন। জমি তৈরি, চারা রোপন, পুকুর খনন ইত্যাদির জন্য পাম ওয়েল চাষীরা আর্থিক সাহায্য পাবেন। গত বছর বকাফা কৃষি মহকুমায় ৩৭ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েল চাষ করা হয়েছিল। বকাফা কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজীব সেন এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খোয়াই জেলার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জাতীয় স্তরে শংসাপত্র অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: খোয়াই জেলার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস এর অধীনে জাতীয় স্তরের শংসাপত্র অর্জন করেছে। গুণগত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এক্সটারনাল এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে এন কিউ এ এস এর আওতায় জাতীয় স্তরের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি গত ৪ মে,২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়।

মূল্যায়নে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৮৭.২০ শতাংশ নম্বর অর্জন করে এই স্বীকৃতি লাভ করে। এই সাফল্য হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আন্তরিক নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং গুণগত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। প্রথমবার আবেদন করেই চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই সাফল্য। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের দলগত প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

উল্লেখ্য, এন কিউ এ এস হলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের একটি জাতীয় মান নির্ধারণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিষেবার গুণগত মান মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই স্বীকৃতির ফলে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আগামী দিনে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবে। এই অর্থ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, রোগী পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে ব্যয় করা হবে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলাঘরে ১৫ জুলাই থেকে ৯ দিনব্যাপী মেলা ও উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: মেলাঘরের জগন্নাথ বাড়ি প্রাঙ্গনে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন, মেলাঘর পুর পরিষদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ১৫ থেকে ২৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ৯ দিনব্যাপী মেলা ও উৎসব। এই মেলা ও উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে আজ মেলাঘর পুর পরিষদের সভাগৃহে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়ের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রাজু দেব, মেলাঘর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন গুরুপদ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রসেনজিৎ ঘোষ, মেলাঘর পুর পরিষদের কাউন্সিলর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১৫ জুলাই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা মেলা ও উৎসবের উদ্বোধন হবে বিকাল ৪ টায়। জগন্নাথ বাড়িস্থিত রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চে ১৫ থেকে ২৩ জুলাই ৯ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে সিপাহীজলা জেলা এবং রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করবেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মেলা প্রাঙ্গনে সি সি ক্যামেরা লাগানো হবে। স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে মেলায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। মেলাকে ঘিরে মানুষের আনন্দ উপভোগে যাতে কোন প্রকার বাঁধা সৃষ্টি না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হবে। ৯ দিনব্যাপী মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে একটি কার্যকরি কমিটি এবং বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী জনমন প্রকল্প: খোয়াই জেলায় ৬৫৫টি জনজাতি পরিবারকে ঘর প্রদান

খোয়াই, ১ জুলাই: খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের মোট ৬৫৫টি জনজাতি পরিবারকে (চলতি অর্থবর্ষের জুন মাস পর্যন্ত) প্রধানমন্ত্রী জনমন প্রকল্পে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে জেলার অধীন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ৬৩৩টি পরিবার, পদ্মবিল ব্লকের ১টি পরিবার, তেলিয়ামুড়া ব্লকের ২টি পরিবার এবং তুলাশিখর ব্লকের ১৯টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ২ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হয়েছে বলে জেলা শাসক কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

সাব্রুমের প্রসূতির পুত্রসন্তান জন্ম জিবি হাসপাতালে, খোঁজ নিতে হাসপাতালে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

আগরতলা, ১ জুলাই: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর আবেদন ভাইরাল হওয়ার পর জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সাব্রুমের বাসিন্দা অঞ্জলি দাস জিবি হাসপাতালে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। পরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক হাসপাতালে গিয়ে মা ও নবজাতকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

জানা গেছে, সাব্রুমের বাসিন্দা অঞ্জলি দাস প্রসবজনিত কারণে জিবি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি ছিলেন। তাঁর স্বামী সাগর দাস দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ বলে পরিবারের দাবি। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে অঞ্জলি দাস অভিযোগ করেন, হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও তিনি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাচ্ছেন না এবং তাঁর পাশে দেখভাল করার মতো কেউ নেই। ওই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি বিভিন্ন মহলের নজরে আসে।

পরবর্তীতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে সাব্রুম এলাকার এক আশা কর্মীকেও হাসপাতালে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ চিকিৎসক ডা. জে. এল. বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে অঞ্জলি দাস একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে মা ও নবজাতক দু"জনেই সুস্থ রয়েছেন।

দুপুরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক জিবি হাসপাতালে গিয়ে অঞ্জলি দাস ও তাঁর নবজাতকের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা জানান। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগকে কেন্দ্র করে জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এছাড়া চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, হাসপাতালে উপস্থিত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রতিমা ভৌমিকের উপস্থিতিতে নবজাতকের নাম "উদয়" রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এমজিএন রেগার নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় মিছিল ও প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ জুলাই: এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে "ভিবিজি রামজি" চালুর প্রতিবাদে বুধবার বিলোনিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সারা ভারত কৃষক সভা, সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এবং সিআইটিইউ।

বুধবার দুপুরে সিপিআই(এম)-এর বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে এক নম্বর টিলা এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করে "ভিবিজি রামজি নয়, চাই এমজিএনরেগা" এবং "২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি"র দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্বে ছিলেন ত্রিলোকেশ সিনহা, বিজন পাল এবং বিকাশ পাল। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের দক্ষিণ জেলা নেতৃত্ব সুবল রায় এবং শ্রমিক নেতা আশিস দে। তাঁরা বর্তমান কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরে শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, সিআইটিইউর বিলোনিয়া মহকুমা সভাপতি ত্রিলোকেশ সিনহা, শ্রমিক নেতা সমীর নন্দী, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জেলা নেতৃত্ব বিপুল বৈদ্য ও রিপু সাহা, যুব সংগঠনের নেতৃত্ব মধুসূদন দত্ত, গৌতম সেনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। সভা থেকে বক্তারা এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি কার্যকর করার দাবি জানান।

আগামীকাল আগরতলা টাউনহলে আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: আগামী ২ জুলাই আগরতলা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

খোয়াই জেলায় ৩৯,৬০৪টি পরিবারকে পাকা ঘর প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত খোয়াই জেলার ৬টি ব্লক এলাকায় বসবাসকারী মোট ৩৯,৬০৪টি পরিবারকে পাকাগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে কল্যাণপুর ব্লকে ৬,২৫৩টি, খোয়াই রকে ৭, ৮১৪টি, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে ৩৯২৭টি, পদ্মবিল ব্লকে ৫৩৮৬টি, তেলিয়ামুড়া ব্লকে ৮,৬০৫টি ও তুলাশিখর ব্লকে ৭৬১৯টি পরিবারকে পাকা গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পাকা গৃহ নির্মাণে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ব্যয় হয়েছে।

নোয়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনায় এসএফআই, অভিযুক্ত আমলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

আগরতলা, ১ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরার নোয়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্তব্যরত এক স্কুল পরিদর্শকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও মানসিক হেনস্তার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত আমলার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

এসএফআইয়ের অভিযোগ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুরাতন আগরতলা ব্লকের অন্তর্গত নোয়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় স্কুল পরিদর্শক সুপ্রিয়া দাসের সঙ্গে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক দলবল নিয়ে অশোভনীয় আচরণ করেন এবং তাঁকে মানসিকভাবে হেনস্তা করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি।

প্রেস বিবৃতিতে এসএফআই দাবি করেছে, ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক সংকট, শিক্ষা পরিকাঠামোর দুর্বলতা, শিক্ষার পরিবেশের অবনতি এবং শূন্যপদ পূরণে সরকারের উদ্যোগের অভাবের কারণে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, শিক্ষা দপ্তরে ১৬ হাজারেরও বেশি শূন্যপদ দীর্ঘদিন ধরে পূরণ করা হয়নি। ফলে বহু বিদ্যালয় মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিদর্শকের পদও শূন্য পড়ে রয়েছে।

এসএফআই আরও অভিযোগ করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার দায় এড়িয়ে যেতে সরকার ও প্রশাসন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এতে শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ হচ্ছে এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে দাবি সংগঠনটির।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের ওপর এ ধরনের মানসিক আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষায় রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের এগিয়ে আসার আহ্বানও জানিয়েছে এসএফআই।

তবে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 02-07-2026, 01:00